Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Poush 21, 1430 Bangla, January 05, 2024, Friday, No. 05, 54th year

H I G H L I G H T S

AL President and PM Sheikh Hasina has asked the countrymen to cast their votes in January 7 parliamentary election to prove that democracy has been prevailing in the country. (R. Jago: 19, VOA: 7)

AL GS Obaidul Quader says, "Bangladesh is facing fierce hostility. Enemies are at home and abroad. PM Sheikh Hasina must be kept in power to save democracy from these enemies."
(R. Jago: 19, R. Teheran: 12)

Information and Broadcasting Minister Dr. Hasan Mahmud says, "it is a sheer truth that leftist have no public support. So, there is no impact whether the leftist parties are joining the poll or not."
(R. Jago: 17)

JaPa Chairman GM Quader says, "Voters are still apprehensive about whether Awami League will take over everything unfairly. If the election is not fair, the ongoing crisis will intensify in the country,"
(R. Jago: 20)

BNP SJSG Ruhul Kabir Rizvi has called for boycotting the election for public interest, for civil liberties and in the interest of basic freedom of the people. (R. Today: 17)

The opposition political party BNP has called for a 48-hour nationwide strike from Saturday morning (January 6) in protest against the 12th National Assembly elections. (VOA: 7, BBC: 4)

The United States has said it wants to see a fair and transparent legal process regarding the case against Nobel laureate Profesor Dr. Muhammad Yunus. (R. Today: 17)

Sujan says, this election has created an artificial atmosphere of competition and cannot be called an election in true sense. Even if the election is legally valid, they do not think it will be accepted by the people. (BBC: 3)

A flawed election on January 7 could worsen the conflict between the political parties in Bangladesh and raise the spectre of violence in the aftermath, says a new report of the International Crisis Group (ICG).
(DW: 13)

Two people were killed in Munsiganj & Pirojpur in election violence. More than 50 people including an upazila chairman have been arrested across the country centring election campaign related violence.
(R. Jago: 19)

GS of BHBCUC Rana Dasgupta says a kind of voidness has already been created in the election field as BNP has not participated. This political party has a great role in institutionalizing country's democracy.
(VOA: 10)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

পৌষ ২১, ১৪৩০ বাংলা, জানুয়ারি ০৫, ২০২৪, শুক্রবার, নং- ০৫, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

দেশে গণতন্ত্র বিরাজ করছে তা প্রমাণ করতে ৭ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচনে দেশবাসীকে ভোট দিতে বলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (রে. জাগো: ১৯, ভোয়া: ৭)

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, "বাংলাদেশ ভয়ানক প্রতিকূলতার সম্মুখীন। দেশে শত্রু, বিদেশে শত্রু। এই শত্রুদের হাত থেকে গণতন্ত্রকে বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখতে হবে।" (রে. জাগো: ১৯, রে. তেহেরান: ১২)

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, "এটি একটি নিখুঁত সত্য যে বামপন্থীদের কোন জনসমর্থন নেই। তাই, বামপন্থী দলগুলি নির্বাচনে যোগ দিচ্ছে কি না তাতে কোন প্রভাব নেই।" (রে. জাগো: ১৭)

জাপা চেয়ারম্যান জিএম কাদের বলেন, "আওয়ামী লীগ অন্যায়ভাবে সবকিছু দখল করবে কি না তা নিয়ে ভোটাররা এখনো শঙ্কিত। নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে দেশে চলমান সংকট আরও ঘনীভূত হবে।" (রে. জাগো: ২০)

জনস্বার্থে, নাগরিক স্বাধীনতা ও জনগণের মৌলিক স্বাধীনতার স্বার্থে নির্বাচন বয়কটের আহ্বান জানান বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। (রে. টুডে: ১৭)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রতিবাদে শনিবার (৬ জানুয়ারি) সকাল থেকে দেশব্যাপী ৪৮ ঘণ্টার হরতাল ডেকেছে বিরোধী রাজনৈতিক দল বিএনপি। (ভোয়া: ৭, বিবিসি: ৪)

নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলার বিষয়ে একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়া দেখতে চায় বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। (রে. টুডে: ১৭)

সুজন বলছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার কৃত্রিম আবহ তৈরি করা এই নির্বাচনকে প্রকৃত অর্থে নির্বাচন বলা যায় না এবং নির্বাচনটি আইনগতভাবে বৈধতা পেলেও এই নির্বাচন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে তারা মনে করে না । (বিবিসি: ৩)

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৭ জানুয়ারির একটি ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বকে আরও খারাপ করতে পারে এবং পরবর্তীতে সহিংসতার ভীতি বাড়াতে পারে। (ডয়চে ভেলে: ১৩)

নির্বাচনী সহিংসতায় মুন্সীগঞ্জ ও পিরোজপুরে দুইজন নিহত । জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত ৭২ ঘণ্টায় সারাদেশে সহিংসতা ও ভাংচুরের ঘটনায় উপজেলা চেয়ারম্যান ও জনপ্রতিনিধিসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। (রে. জাগো: ১৯)

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত মনে করেন, বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় নির্বাচনী মাঠে ইতিমধ্যে এক ধরনের শূন্যতা তৈরি হয়েছে। দেশের গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এই রাজনৈতিক দলের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। (ভোয়া: ১০)

বিবিসি

'এটি নির্বাচনই নয়, আচরণবিধি ভঙ্গের মহোৎসব চলছে'

বেসরকারি সংস্থা সুশাসনের জন্য নাগরিক বা সুজন বলছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কৃত্রিম আবহ তৈরি করা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে প্রকৃত অর্থে নির্বাচন বলা যায় না এবং নির্বাচনটি আইনগতভাবে বৈধতা পেলেও এই নির্বাচন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে তারা মনে করে না। "দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়া দলগুলোর মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতা নেই বরং যারা অংশ নিচ্ছে তারা প্রায় সকলেই পরস্পরের মিত্র। নির্বাচনটির অভিনবত্ব হলো আওয়ামী লীগেরই স্বতন্ত্র বা ডামি প্রার্থী, " এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তৃতায় বলেছে নির্বাচন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করা এই সংস্থাটি।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন সুজন সদস্য দিলীপ কুমার সরকার। এতে সুজনের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন এবারের নির্বাচনের হলফনামা অনুসারে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থী আয় বৃদ্ধি অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। তবে সংসদ নির্বাচনকে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা হিসেবে উল্লেখ করে এ নির্বাচনের ভোট কেন্দ্রে যেতে কিংবা না-যেতে ভোটারদের ওপর কোন চাপ সৃষ্টি করার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। একইসাথে তারা রাজনৈতিক সংকট কাটাতে নির্বাচনের পর দ্রুত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ আয়োজনের জন্য সরকারকে উদ্যোগ নেয়ার সুপারিশ করেছে । প্রসঙ্গত, আগামী রোববার দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। বিএনপি ও তাদের সমমনা দলগুলো এ নির্বাচন বর্জন করছে। তারা ইতোমধ্যেই ভোটারদের এ নির্বাচন বর্জনের আহবান জানিয়ে লিফলেট বিতরণসহ নানা কর্মসূচি পালন করছে। সুজনের লিখিত বক্তব্যে বলা হয়েছে একটি নির্বাচনের বড় বৈশিষ্ট্য থাকে ফলাফলের অনিশ্চয়তা, সর্বজনীনতা এবং নির্বাচনী আইনের অনুসরণ। কিন্তু এবারের নির্বাচনের ফলাফলের বিষয়ে কোন অনিশ্চয়তা নেই বরং আগেই এটি নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

"নির্বাচনী আইনের যথাযথ অনুসরণ না হওয়ার প্রমাণ হলো ব্যাপকভাবে আচরণবিধি ভঙ্গ। এই নির্বাচনে প্রকৃত অর্থে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতা নেই। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে মূলত ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী এবং তাদের জোট সঙ্গীদের সাথে স্বতন্ত্রদের। এ নির্বাচনে যারা অংশ নিচ্ছে তারা সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং প্রায় সকলেই পরস্পরের মিত্র ।" এতে বলা হয় এই নির্বাচনের অভিনবত্ব হলো আওয়ামী স্বতন্ত্র বা আওয়ামী লীগের ডামি প্রার্থী, যার মধ্যে সরকারের মন্ত্রী, এমপি ও আওয়ামী লীগেরই প্রভাবশালী নেতারা আছেন । "এই নির্বাচনে যিনিই জয়লাভ করবেন, তিনিই সরকারের লোক। এখানে কৃত্রিমভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহ তৈরি করা হয়েছে। এসব বিষয় বিবেচনায় এটিকে প্রকৃত অর্থে নির্বাচন বলা যায় না "।

সুজন বলছে ভোটার অংশগ্রহণ বৃদ্ধির যে কৌশল এই নির্বাচনে নেয়া হয়েছে তাতে সারাদেশে সংঘর্ষ-সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে এবং নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের মহোৎসব চলছে। প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৮টি রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র মিলিয়ে মোট ১৯৪৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ।

সুজন বলছে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন হলেও এই নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ হচ্ছে না। কিন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীরা ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহবান জানাচ্ছে এবং নির্বাচন বর্জনকারীরা ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার আহবান জানানোর কারণে একটি পাল্টাপাল্টি অবস্থা তৈরি হয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বেশ কিছু সুপারিশ করেছে সংস্থাটি। এর মধ্যে আছে-

* নির্বাচনের পর দ্রুত সরকারের উদ্যোগে সব দলের মধ্যে সংলাপ
* রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের পরিবেশ তৈরিতে নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে সমঝোতায় আসা
* নির্বাচনের গেজেট প্রকাশের আগেই হলফনামায় দেয়া তথ্য যাচাই করা এবং ভুল তথ্য দানকারীদের ফল বাতিল করা
* নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার
* সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীন ও দলীয় প্রভাবমুক্ত করা

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের দেয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে সুজন বলেছে এ নির্বাচনে অংশ নেয়া প্রার্থীদের মধ্যে ৬৩২ জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ৫১৪ জন স্নাতক, ২৫৭ জনের এইচএসসি ও ১৫০ জনের এসএসসি । প্রার্থীদের মধ্যে এসএসসির নীচে আছেন ১২৩ জন আর নিরক্ষর ও স্বশিক্ষিত আছেন ২৩৮ জন। আর ৩১ জন শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্যই দেননি। তবে ২০১৮ সালের একাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের দেয়া তথ্যের সাথে তুলনা করে প্রতিষ্ঠানটি বলছে এবারের প্রার্থীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত উভয় হারই হ্রাস পেয়েছে। প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণ করে সুজন বলছে প্রার্থীদের মধ্যে ১৭০ জনের আয় বছরে এক কোটি টাকার বেশি আর ৫০ লাখ থেকে এক কোটি টাকা আয় করেন ১০৩ জন প্রার্থী। "আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে কোটি টাকা বেশি আয়কারী প্রার্থী আওয়ামী লীগে বেশি। আর সবচেয়ে কম জাতীয় পার্টিতে ।"

এছাড়া ২০১৮ সালের নির্বাচনের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় এবারের নির্বাচনের কোটি টাকা বেশি আয়কারীর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। "বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় নির্বাচনী রাজনীতিতে ক্রমশ স্বল্প আয়ের মানুষের অংশগ্রহণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে এবং অধিক আয়ের প্রার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।" এছাড়া এবারের প্রার্থীদের মধ্যে ২০৪ জন ঋণগ্রহীতা এবং এর মধ্যে কোটি টাকার বেশী ঋণ নিয়েছেন ৮৬ জন। অন্যদিকে এবারের প্রার্থীদের মধ্যে আয়কর দিয়েছেন ৯১৫ জন এবং এর মধ্যে ৩১৬জন কর দিয়েছেন পাঁচ হাজার টাকার নীচে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ৪.১.২৪ রিহাব)

ভোটের দিন হরতাল ডেকেছে বিএনপি

বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের দিনসহ দুই দিন হরতাল ঘোষণা করেছে। সাতই জানুয়ারির ভোট বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে শনিবার ছয়ই জানুয়ারি থেকে আটই জানুয়ারি পর্যন্ত ৪৮ ঘণ্টার হরতাল ঘোষণা করেছে বিএনপি। ছয়ই জানুয়ারি সকাল ছয়টা থেকে বিএনপির এই কর্মসূচি দেয়া হয়েছে। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ইউটিউবে এক জরুরী সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন। তবে, এর আগে ভুল করে ছয়ই ডিসেম্বর বলা হয়েছিলো বলে রুহুল কবির রিজভী সংশোধনী দিয়েছেন একটি ইউটিউব চ্যানেলে। এছাড়া আরেকটি প্রেস রিলিজে পাঁচই জানুয়ারি মিছিল ও গণসংযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে দলটি। এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'অবৈধ আওয়ামী সরকারের পদত্যাগ, নির্বাচন-কালীন নিদলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার পুন:প্রতিষ্ঠার এক দফা দাবিতে শুক্রবারের কর্মসূচি দেয়া হয়েছে'।

সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের ১৮৫ জনের বেশি নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। মোট ১১টি মামলায় ৯৩৮ জনের বেশি নেতাকর্মীকে আসামি করা হয়েছে। এর আগে গত গত ২৬শে ডিসেম্বর থেকে থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মানুষকে ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালন করছে দলটি। সাতই জানুয়ারির নির্বাচন বর্জন করেছে বিএনপি এবং সমমনা দলগুলো। বৃহস্পতিবার বিএনপির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে, ২৮ অক্টোবর বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে ২৪ হাজারের বেশি নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঢাকায় গত ২৮শে অক্টোবর বিএনপির মহা-সমাবেশের পরদিন সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহবান করেছিল বিএনপি। পরে আরো কয়েক দফায় হরতাল ডাকা হয়।

নির্বাচন বর্জন এবং নিদলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিএনপি হরতালের পাশাপাশি দফায় দফায় অবরোধ কর্মসূচি ও পালন করে। এরপর তফসিল ঘোষণার পর ২০ ডিসেম্বর অসহযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করে দলটি। এ কর্মসূচিতে সরকারকে সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, ইউটিলিটি বিল না দিতে আহবান জানায় দলটি। একইসাথে নেতাকর্মীদের আদালতে হাজিরা না দিতে নির্দেশনা ও দেয়া হয়। তবে বিএনপির এই কর্মসূচি বাস্তবে খুব একটা কার্যকর হতে দেখা যায়নি। এই কর্মসূচি নিয়ে দলটির নেতাদেরও কেউ কেউ তখন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। ওই সংবাদের পর ২৭ শে ডিসেম্বর আবার বিএনপি সমর্থিত জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম আদালত বর্জনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। পহেলা জানুয়ারি থেকে সাতই জানুয়ারি পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ, হাইকোর্ট বিভাগসহ সারাদেশের সব আদালত বর্জনের কর্মসূচি দেয়া হয়। বিএনপি ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনের সাথে সংহতি জ্ঞাপন করে ওই কর্মসূচি দেয়া হয়। গত কয়েক মাস ধরে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনগুলোও পৃথকভাবে কর্মসূচি পালন করছে। ডিসেম্বরের ২০ তারিখে অসহযোগ কর্মসূচির ডাক দিয়ে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছিলেন, "অবৈধ সরকারকে অসহযোগিতার বিকল্প নেই। সাতই জানুয়ারির ডামি নির্বাচন বর্জন করুন। আপনারা ভোট কেন্দ্রে যাবেন না, এটা আপনার অধিকার। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকুন।" সেসময় ঘোষিত এ কর্মসূচি নিয়ে খোদ বিএনপির মধ্যেই বিস্ময় দেখা দেয়।

দলের বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক নেতা বিবিসি বাংলাকে সে সময় জানিয়েছিলেন সাধারণত সরকার বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচি যাদের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হয়, অসহযোগ কর্মসূচির ক্ষেত্রে সেটি হয়নি। বরং এটি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান একক সিদ্ধান্তেই লন্ডন থেকে ঘোষণা করেছেন। যদিও মি. রহমানের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত দলটির আইন বিষয়ক সম্পাদক কায়সার কামাল বলেছিলেন, কর্মসূচি যথাসময়েই এসেছে বলে তারা মনে করেন। গত ২৮ অক্টোবর পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মহাসমাবেশ পণ্ড হয়ে যাওয়ার পর থেকে চার দফায় পাঁচ দিন হরতাল এবং ১২ দফায় ২৩ দিন অবরোধ পালন করেছে বিএনপি। এর মধ্যে ভোট বর্জনে অসহযোগের ডাক দিয়ে দ্বিতীয় দফায় গণসংযোগ ও মিছিলের কর্মসূচি দিল দলটি। এদিকে, দলটি অভিযোগ করে আসছে, বিএনপির বহু সংখ্যক নেতাকর্মীকে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ ২৮শে ডিসেম্বর বিএনপির দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান – আলতাফ হোসেন চৌধুরী ও হাফিজ উদ্দিন আহমেদকে ২০১১ সালের এক মামলায় একুশ মাস করে কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। তারা দুজনই বিএনপি আমলে মন্ত্রী ছিলেন। এর মধ্যে বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান মি. চৌধুরী অন্য মামলায় আটক হয়ে আগে থেকেই কারাগারে আছেন। বিএনপি থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত চার মাসে অন্তত একাশিটি মামলায় দলটির নয়জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ এবং দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ও সিনিয়র নেতা আমান উল্লাহ আমান-সহ দেড় হাজারের বেশি নেতাকর্মীর বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড হয়েছে। যার মধ্যে দশ বছর আগে গুম হওয়া

ঢাকার শাহীনবাগের বিএনপি কর্মী সাজেদুল ইসলাম সুমনও রয়েছে। তাকে ২০১৩ সালের এক মামলায় গত মাসেই আড়াই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে ঢাকার একটি আদালত। ওদিকে, কারাদণ্ড হওয়ার পর উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেছেন দলটির দুই নেতা রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু ও মোহাম্মদ শাজাহান। বিএনপির দাবি গত ১৫ই নভেম্বর সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে এ পর্যন্ত ৪৫হাজার ৫৫৩ জনের বেশি নেতা-কর্মীকে আসামি করে ৪২৩টি নতুন মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং এ সময়ে আটক করা হয়েছে অন্তত ১১ হাজার ৭৫৫ জনকে। দলটির দাবি ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় দেড় লাখ মামলায় বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর পঞ্চাশ লাখেরও বেশি নেতা-কর্মীকে আসামি করা হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৪.১.২৪ রিহাব)

শরিক দলকে কেন `নৌকার বর্গা', বরিশালে ক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগ নেতারা লড়াইতে

বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ শরিক দলগুলোকে জায়গা করে দিতে প্রথম বারের মতো নতুন কিছু জায়গায় নৌকা প্রতীক বরাদ্দ দিয়েছে। যার একটি বরিশাল-২ আসন, আর এ নিয়ে সেখানকার আওয়ামী লীগ ও শরিক দলের মধ্যে বেশ মনোমালিন্য দেখা যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ জোটের শরিক ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন গত তিনটি নির্বাচনে জয় পেয়েছিলেন ঢাকার একটি আসন থেকে। এবার তাকে ভিন্ন একটি আসন থেকে প্রার্থী করা হয়েছে, যেটি তার জন্মস্থানও নয়। বরিশালের আওয়ামী লীগ নেতাদের একটি অংশ বলছেন, হঠাৎ করে ভিন্ন একটি আসন থেকে মি.মেননকে প্রার্থী করায় বিষয়টিকে তারা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছেন না। এ কারণে তার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করছেন আরো দু'জন আওয়ামী লীগ নেতা। নৌকার সাথে আওয়ামী লীগ নেতাদের সংঘর্ষও হয়েছে কয়েক দফা। স্বতন্ত্র প্রার্থী তথা আওয়ামী লীগ নেতা ফাইয়াজুল হক বিবিসিকে বলছেন, "রাজনৈতিক নানা সমীকরণে নৌকাকে বর্গা দেয়া হয় অল্প সময়ের জন্য। এবার যেমনটি করা হয়েছে মেননের বেলায়।" তার মতে, এই 'জার্সি বদলের রাজনীতিতে' ক্ষতিগ্রস্ত হবে আওয়ামী লীগই।

তবে রাশেদ খান মেনন নিজে বিবিসিকে বলেছেন, "যারা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, নৌকাকে ভালবাসেন তারা আমার সাথে আছেন।" গত তিনটি জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন ১৪ দলীয় জোটের প্রার্থী রাশেদ খান মেনন।

এবার ঢাকার ঐ আসনটিতে আওয়ামী লীগ প্রার্থী করেছে দলের যুগ্ম সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিমকে। যে কারণে সেখান থেকে মনোনয়ন বঞ্চিত হয়েছেন রাশেদ খান মেনন। পরে জোটের সিদ্ধান্তে রাশেদ খান মেনন বরিশাল-২ ও বরিশাল-৩ আসন থেকে জোটের মনোনয়ন সংগ্রহ করেন। ওদিকে বরিশাল-২ আসন থেকে প্রথমে দলীয় মনোনয়ন দেয়া হয় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তালুকদার মো. ইউনূসকে।রাশেদ খান মেননের নিজ বাড়ি বাবুগঞ্জ উপজেলায়। যেটি পড়েছে বরিশাল-৩ আসনে। সেখান থেকে মনোনয়ন সংগ্রহও করেছিলেন তিনি।কিন্তু এই আসনটি ছেড়ে দেয়া হয় জাতীয় পার্টিকে। এখান থেকে জাতীয় পার্টি প্রার্থী করে দলের নেতা গোলাম কিবরিয়া টিপকে।পরে রাশেদ খান মেনন চূড়ান্তভাবে প্রার্থী হন উজিরপুর-বানারীপাড়া নিয়ে গঠিত বরিশাল-২ আসনে। তাকে জোটের প্রার্থী করায় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তালুকদার মো. ইউনূস মনোনয়নন প্রত্যাহার করে নেন দলের সিদ্ধান্তে। জেলা সাধারণ সম্পাদককে সরিয়ে ভিন্ন উপজেলা থেকে শরিক জোটের নেতাকে নৌকার প্রার্থী করায় ক্ষুব্ধ হন আওয়ামী লীগের একটি অংশ।আওয়ামী লীগের তৃণমূল স্তরের একটি অংশ বলছেন, টানা ১৫ বছর ধরে এই আসন আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু এখান থেকে হঠাৎ করে প্রার্থী করা হয়েছে ওয়ার্কার্স পাটির নেতাকে। যা নিয়ে ক্ষোভ আছে স্থানীয় আওয়ামী লীগের। রাশেদ খান মেনন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমি এবার আসলে নির্বাচনে সেভাবে আগ্রহী ছিলাম না। আমাকে প্রধানমন্ত্রী কেন এখানে পাঠিয়েছেন সেটা আমার নিজেরই জানা নেই!"

তবুও এটাকে নিজের জন্য 'বড় পাওনা' বলে মনে করেন মি. মেনন। দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে ১৪ দলীয় জোটের শরিকরা আওয়ামী লীগের কাছে চেয়েছিল মোট ২০টি আসন। এই আসনগুলো থেকে তারা নৌকা মার্কায় নির্বাচন করার কথা জানায় আওয়ামী লীগকে।তবে গত ১৭ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে যখন সারা দেশের নৌকা প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয় তখন দেখা যায় ১৪ দলের শরিকদের জন্য আসন ছাড়া হয়েছে মাত্র ৬টি। যার একটি বরিশাল-২। উজিরপুর-বানারীপাড়া উপজেলা নিয়ে গঠিত এই আসনে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা। ফলে এই আসনে ওয়ার্কার্স পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো খুব একটা শক্তিশালী নয়।যে কারণে রাশেদ খান মেনন এখানকার প্রার্থী হওয়ার পর তাকে পুরোপুরি ভরসা করতে হচ্ছে আওয়ামী লীগের ওপর।রাশেদ খান মেনন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "গতবার নির্বাচনে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো বিএনপি-জামায়াত। এবার প্রতিপক্ষ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ষড়যন্ত্র। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেই ষড়যন্ত্রকে পরাজিত করতেই ভোট করছি আমরা।"মি. মেনন আরও বলেন, "যারা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও নৌকাকে ভালবাসেন, তারা আমার সাথে আছেন। আওয়ামী লীগ সংগঠিত দল, এর বাইরে গিয়ে কাজ করার কোন সুযোগ নাই।আমি ও আমার দলের সাধারণ সম্পাদক বাদশা বাদে সবাই দলীয় প্রতীক নিয়ে ভোটে অংশগ্রহণ করছে। এটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েই করেছি। আমরা মনে করেছি এটা রাজনৈতিক জোট। এর সাথে আদর্শ ও কর্মসূচি জড়িত", বলছিলেন মি. মেনন।স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের একটা অংশ মূলত এই ইস্যুতেই কিছুটা দ্বিধা দ্বন্দ্বে রয়েছেন।কেন না তারা বলছেন, এই

আসনে ওয়ার্কার্স পার্টি সাংগঠনিকভাবে অনেকটা নাজুক অবস্থানে। যে কারণে, নির্বাচনে জয়ী হতে হলে পুরোপুরি ভরসা করতে হবে আওয়ামী লীগের ওপর।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তালুকদার মো ইউনুস বিবিসিকে বলেন, "আমাদের মধ্যে কষ্ট থাকলেও প্রধানমন্ত্রী যাকে মনোনয়ন দিয়েছেন তাকে জিতিয়ে আনার দায়িত্ব আওয়ামী লীগের।"

২০১৯ সালে বরিশালে জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির এক অনুষ্ঠানে দলের সভাপতি রাশেদ খান মেনন অভিযোগ করেছিলেন, "জনগণ একাদশ জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিতে দিতে পারে নাই। আমি সাক্ষী দিয়ে বলছি, ওই নির্বাচনে আমিও নির্বাচিত হয়েছি, কিন্তু জনগণ ভোট দিতে পারেনি।"

তখন মেননের এই বক্তব্য নিয়ে দেশ জুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। বেশ অস্বস্তিতে পড়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। তার এই বক্তব্যের জন্য শরিক দলের তোপের মুখেও পড়তে হয় মি. মেননকে।যদিও এই বক্তব্যের পর এ নিয়ে তার দল ওয়ার্কার্স পার্টি কিংবা মি মেনন নিজেও তেমন কোনও ব্যাখ্যা দেননি।এবার নির্বাচনের মাঠে মি. মেনন প্রার্থী হওয়ার পর আওয়ামী লীগের একটি অংশ ভোটের মাঠে বিষয়টি নিয়ে বেশ সরব। নির্বাচনে মাঠে নৌকা মার্কার প্রতিদ্বন্দ্বী ফাইয়াজুল হক বিবিসিকে বলছেন, "আওয়ামী লীগ আর সরকারকে ব্যবহার করে রাশেদ খান মেনন রাজনৈতিক ফায়দা লুটেছেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ অপমানবোধ করলেও মেনন সাহেব ক্ষমা চাননি। কিংবা এ নিয়ে কোনও ব্যাখ্যাও দেননি।" এই আসনে আওয়ামী লীগের শক্ত অবস্থানের পরও ওয়ার্কার্স পার্টিকে জোটের প্রার্থী করার বিষয়টি সহজভাবে নেননি স্থানীয় আওয়ামী লীগের একটা অংশ।এ কারণে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করছেন আওয়ামী লীগের দুইজন নেতা। ফাইয়াজুল হক আওয়ামী লীগের সর্বশেষ কমিটির সহ-সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন। তার পিতা ফায়জুল হকও ছিলেন এই আসনের চার বারের সংসদ সদস্য।তিনি দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আছেন, জড়িত স্থানীয় রাজনীতিতেও। এবার রাশেদ খান মেননের মুল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তাকেই ভাবা হচ্ছে এলাকায়।

ফাইয়াজুল হক বিবিসি বাংলাকে বলেন, "রাজনৈতিক নানা সমীকরণে নৌকাকে কখনো কখনো বর্গা দেয়া হয় অল্প সময়ের জন্য। এবার যেমনটি করা হয়েছে রাশেদ খান মেননের বেলায়।" তবে জোটের প্রার্থীকে এখানে নৌকার প্রার্থী করায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে দল হিসেবে আওয়ামী লীগ, বলছিলেন মি. হক।এই আসনের আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য মনিরুল ইসলাম। তার দাবি 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই' স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন তিনি।

বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে আমাকে নৌকা মার্কা দেয়া হয়নি।"

গত ১৮ ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দের পরই নির্বাচনী প্রচারণায় নামেন প্রার্থীরা। ঐদিন বিকেলে বানারীপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের মতবিনিময় সভায় যোগ দেন রাশেদ খান মেনন। তার সামনেই আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সর্বশেষ, গত মঙ্গলবার দুপুরে নৌকা প্রার্থী রাশেদ খান মেনন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী ফাইয়াজুল হকের কর্মী সমর্থকদের মধ্যেও সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। এই সংঘর্ষে পুড়িয়ে দেয়া হয় বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেল; আহতও হন অনেকেই।

স্বতন্ত্র প্রার্থী ফাইয়াজুল হক অভিযোগ করছেন, তার নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছে নৌকা মার্কার কর্মী সমর্থকরা। ভোটকে প্রভাবিত করতেই শুরু থেকেই কূটকৌশল চালানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ মি. হকের।বিবিসি বাংলাকে ফাইয়াজুল হক বলেন, "ভোটার ও দলীয় নেতাকর্মীদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা, প্রভাবিত করা হচ্ছে। নেতাকর্মীদের ডিস্টার্বও করা হচ্ছে।"

রাশেদ খান মেনন আবার বিবিসি বাংলাকে বলেন, "নির্বাচন যাতে অংশগ্রহণমূলক হয় সে কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বতন্ত্র প্রার্থীদের এলাউ করেছিলেন। এতে প্রথম দিকে কিছু কনফিউশন ছিলো, পরবর্তীতে এ কনফিউশন দূর হয়েছে।"

উজিরপুর আর বানারীপাড়ার মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে প্রবল খরস্রোতা সন্ধ্যা নদী। প্রতি বছর বর্ষায় ভাঙ্গনে অনেক ঘরবাড়ি বিলীন হয় এই নদীগর্ভে। এই নদীতেই ঘরবাড়ি হারিয়েছেন এলাকার বহু পরিবার। ভোটাররা জানান, প্রতি ভোটের আগে নানা আশ্বাস মেলে প্রার্থীদের। তবে তারা যে প্রতিশ্রুতি দেন সেটি যেন বাস্তবায়ন করেন তারা!

চল্লিশোর্ধ্ব জাহানারা বেগম বলছিলেন, 'আগে নির্বাচন আসলে ঈদের খুশি লাগতো এলাকায়, এখন আর সেই আগের ভোট নাই। 'গৃহিণী শিমুর মতে, শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান-সহ গ্রামীণ নারীদের নানা চাহিদা থাকে। "কিন্তু সে সব শুধু আলোচনা হয় ভোটের সময়। সেগুলোর বাস্তবায়নও জরুরি", যোগ করেন তিনি। সাতই জানুয়ারির ভোটে বিএনপি জোটের অংশগ্রহণ নেই। তাই এই ভোট নিয়ে তাদের নেতাকর্মীদের আগ্রহ খুব একটা বেশি নয়। তবে তারা বলছেন যারাই ভোটে জিতুক তারা যেন নজর দেন তৃণমূলের উন্নয়নে। পাশে থাকেন ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৪..১.২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

গণতন্ত্রের স্বার্থে জনগণকে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান শেখ হাসিনার

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণকে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, "নির্বাচনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিন।"দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় এ কে এম শামসুজ্জোহা ক্রীড়া কমপ্লেক্স মাঠে নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।শেখ হাসিনা বলেন, গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকায় বাংলাদেশে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। এই নির্বাচন ঘিরে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে উল্লেখ করে ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শান্তি বজায় রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি। শেখ হাসিনা বলেন, "এই নির্বাচন যাতে না হয় সেজন্য এখনো ষড়যন্ত্র চলছে।"সহিংসতার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সমালোচনা করে তিনি বলেন, তাদের মধ্যে কোনো মানবিকতা নেই। তিনি বলেন, "তারা নির্বাচনে অংশ নেয়নি। এটা তাদের ইচ্ছা, কিন্তু এ দেশের জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা কখনই মেনে নেবে না।"৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপর গুরুত্বারোপ করে শেখ হাসিনা বলেন, তারা (বিএনপি) যাতে জনগণের সম্পদ নষ্ট করতে না পারে, সেজন্য সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। জনসভায় শেখ হাসিনা তার দলের মনোনীত প্রার্থী গোলাম দস্তগীর গাজী (নারায়ণগঞ্জ-১), শামীম ওসমান (নারায়ণগঞ্জ-৪), নজরুল ইসলাম বাবু (নারায়ণগঞ্জ-২) ও আবদুল্লাহ আল কায়সারের (নারায়ণগঞ্জ-৩) জন্য ভোট চান।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০১.২০২৪ এলিনা)

নাটোরে বিএনপির কর্মীদের সঙ্গে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের সংঘর্ষ

নাটোরের সিংড়া উপজেলায় নির্বাচন বিরোধী লিফলেট বিতরণকে কেন্দ্র করে বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পুলিশ ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ২ পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ৭ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আটক করা হয়েছে বিএনপির নাটোর জেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক দাউদার মাহমুদসহ ৩ জনকে। ভাঙচুর করা হয়েছে দাউদার মাহমুদের পেট্রোল পাম্প ও পুলিশের একটি গাড়িসহ অন্তত ৭টি গাড়ি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দাউদার মাহমুদের নেতৃত্বে সিংড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় নির্বাচন বিরোধী লিফলেট বিতরণ শুরু করে বিএনপির নেতা-কর্মীরা। এ সময় পুলিশ বাধা দিলে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও যানবাহন ভাঙচুর করা হয়। এই সময় আওয়ামী লীগের কর্মীরা বিএনপির কর্মীদের ধাওয়া করে এবং দাউদার মাহমুদের পেট্রল পাম্পে ভাঙচুর করা হয়। পুলিশ সুপার তারিকুল ইসলাম জানান, ৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ।পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০১.২০২৪ এলিনা)

শনিবার সকাল ৬টা থেকে সারাদেশে ৪৮ ঘণ্টার হরতালের ডাক দিয়েছে বিএনপি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রতিবাদে শনিবার (৬ জানুয়ারি) সকাল থেকে দেশব্যাপী ৪৮ ঘণ্টার হরতালের ডাক দিয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। বিএনপির নতুন এই কর্মসূচি ঘোষণার ফলে হরতালের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, হরতাল শনিবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হয়ে সোমবার সকাল ৬টায় শেষ হবে।এর আগে আরেকটি ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে রিজভী বলেন, নির্বাচনের প্রতিবাদে শুক্রবার সারাদেশে মিছিল ও গণসংযোগ করা হবে। তিনি বলেন, ৭ জানুয়ারির নির্বাচন বর্জনের আহ্বানের পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের জন্যই তাদের এই কর্মসূচি।রিজভী বলেন, নির্বাচনের মাত্র দুই দিন আগে শুক্রবার সমমনা অন্য বিরোধী দলগুলোও একই ধরনের কর্মসূচি পালন করবে।বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দিয়ে কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানান তিনি। ২৪ ডিসেম্বর দলটি ২৬ ডিসেম্বর থেকে তিন দিনের গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি ঘোষণা করে। পরে এ কর্মসূচি তিনবার বাড়ানো হয়। বর্তমান সরকারকে পদত্যাগ করতে এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ প্রশাসনের অধীনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধ্য করতে ২০২৩ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে প্রায় ৩৬টি বিরোধী রাজনৈতিক দল যুগপৎ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের পর বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতা গ্রেপ্তার হন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানের মুখে অন্য নেতাদের অনেকেই আত্মগোপনে চলে যান। তবে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো ২৯ অক্টোবর থেকে ১২ দফায় ২৩ দিন অবরোধ এবং চার দফায় পাঁচ দিন দেশব্যাপী হরতাল পালন করে। সব শেষে ২০ ডিসেম্বর অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয় বিরোধী দলগুলো। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০১.২০২৪ এলিনা)

এবার নতুন ভোটার ১ কোটি ৫৪ লাখ

নতুন ১ কোটি ৫৪ লাখ ভোটারসহ বাংলাদেশে মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১ কোটি ৯৬ লাখ।দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় এই তথ্য উঠে এসেছে।বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) রাজধানী ঢাকার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়।এতে দেখা যায়, মোট ভোটারের মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৭৬ লাখ এবং নারী ভোটার ৫ কোটি

৮৯ লাখ। আর ট্রান্সজেন্ডার ভোটার ৮৪৯ জন।ইসির তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালের একাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ছিল ১০ কোটি ৪১ লাখ। দশম জাতীয় নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ছিল ৯ কোটি ১১ লাখ এবং নবম জাতীয় নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ছিল ৮ কোটি ১০ লাখ। এ ছাড়া, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ৪২ হাজার ১৪৮টি।৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০১.২০২৪ এলিনা)

৭ জানুয়ারি চরম পরাজয়ের মুখে পড়বে সরকার : আব্দুল মঈন খান

বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেছেন, ৭ জানুয়ারি ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের চরম পরাজয় হবে। তিনি বলেন, সরকার ৭ জানুয়ারি বিজয়ের কথা ভাবছে। বাস্তবতা হচ্ছে, ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের চরম পরাজয় হবে। আব্দুল মঈন খান বলেন, স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলে দাবি করা আওয়ামী লীগ ভুল পথে হাঁটছে। তারা যদি ভুল পথে চলতে থাকে তাহলে তারা ইতিহাসের ডাস্টবিনে পড়ে থাকবে। আপনাদের (আওয়ামী লীগ) উচিত এই তিক্ত সত্য উপলব্ধি করা। ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। এই সমাবেশ আয়োজন করে বিএনপিপন্থী পেশাজীবীদের সংগঠন বাংলাদেশ শ্রমজীবী পরিষদ। তিনি নির্বাচন বাতিল করে সংসদ ও মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সরকারকে সঠিক পথে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আপনারা বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার গ্যাস দিয়ে বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষকে দমন করতে পারবেন না। সুতরাং সমঝোতার পথে আসুন, শান্তির পথে আসুন। মঈন খান বলেন, বিএনপিসহ ৬৩টি রাজনৈতিক দল উদার, গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ রাজনীতিতে বিশ্বাসী হওয়ায় নির্বাচন বর্জন করছে। এ জন্য আমি সরকারকে ভুল পথ থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। দেশের মানুষের মতামতকে কীভাবে সম্মান করতে হয় তা শেখার চেষ্টা করুন। আপনারা দাবি করেন, আপনারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি। যদি তাই হয়, তাহলে আপনারা কেন গণতন্ত্রকে বিসর্জন দিয়েছেন? তিনি বলেন, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের প্রতি বাংলাদেশের জনগণ ও বিদেশি কারওরই আস্থা নেই। মঈন খান বলেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সাংবাদিকেরা তাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে বাংলাদেশে কীভাবে তথাকথিত নির্বাচন হচ্ছে তা তুলে ধরতে ঢাকায় এসেছেন। পরে মঈন খানসহ পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা পথচারীদের মাঝে ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে লিফলেট বিতরণ করেন। এ ছাড়া, দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বৃহস্পতিবার সকালে উত্তরা রাজউক স্কুলের সামনে বিএনপির নির্বাচন বর্জনের আহ্বান সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, সরকার যে কৌশলই অবলম্বন করুক না কেন, সাধারণ ভোটাররা নয়, শুধু আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাই রবিবার ভোটকেন্দ্রে যাবেন। তিনি বলেন, সরকার ভেবেছিল ডামি প্রার্থী দেখিয়ে গণতান্ত্রিক বিশ্বকে দেখাবে যে সুষ্ঠু নির্বাচন হচ্ছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক বিশ্বের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশে একটি সাজানো নির্বাচন মঞ্চস্থ হচ্ছে। রিজভী বলেন, রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে ডামি নির্বাচন করে সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। তিনি বলেন, আপনারা (সরকার) দেশকে বিপদের দিকে ঠেলে দিলে এর পরিণতি ভালো হবে না। জনগণ নির্বাচন বয়কট করবে এবং তারা ভোটকেন্দ্রে যাবে না। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০১.২০২৪ এলিনা)

জনগণের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত বিএনপি বিদেশি এজেন্ট নিয়োগ করেছে : হাছান মাহমুদ

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, “বিএনপির নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। পিছু হটে তারা এখন মুখে নির্বাচন বর্জনের কথা বলছে আর ডেভিড বার্গম্যানসহ কিছু এজেন্ট নিয়োগ করেছে।বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। হাছান মাহমুদ বলেন, “বিএনপির নির্বাচনবিরোধী প্রচারণা এবং নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা কার্যত জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। জনগণ যেভাবে নির্বাচনে সাড়া দিয়েছে তা দেখে বিএনপি পিছু হটেছে। সেই সঙ্গে তারা এখন লবিস্ট নিয়োগ করে বিদেশে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিবন্ধ লেখাচ্ছে। ডেভিড বার্গম্যানসহ কিছু এজেন্ট তারা নিয়োগ করেছে এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে দেশবিরোধী রিপোর্ট করানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০১.২০২৪ এলিনা)

শুক্রবার সকাল ৮টায় শেষ হচ্ছে প্রচার

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার শেষ হচ্ছে শুক্রবার (৫ জানুয়ারি) সকাল ৮টায়। ১৮ ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়। নির্ধারিত সময়ের পর কোনো ধরনের সভা, সমাবেশ, মিছিল ও প্রচারের অনুমতি দেবে না নির্বাচন কমিশন (ইসি)। নির্বাচনী প্রচার শেষ হওয়ার একদিন পর ৭ জানুয়ারি (রবিবার) সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ২৯৯টি সংসদীয় আসনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নওগাঁ-২ আসনে এক প্রার্থীর মৃত্যুতে ওই আসনের নির্বাচন স্থগিত করেছে ইসি। ২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল।দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে শনিবার মধ্যরাত থেকে ২৪ ঘণ্টার জন্য ট্যাক্সিক্যাব, পিকআপ ভ্যান, মাইক্রোবাস ও ট্রাক চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সরকার। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, প্রশাসনের সদস্য ও অনুমোদিত পর্যবেক্ষক, জরুরি সেবার যানবাহন, ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অভিন্ন কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং সংবাদপত্র বহনকারী সব ধরনের যানবাহন, দূরপাল্লার যানবাহন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাদের এজেন্টদের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ

শিথিল করা হবে। সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক, নির্বাচনসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, জাতীয় মহাসড়ক, প্রধান আন্তঃজেলা রুট, মহাসড়ক এবং প্রধান মহাসড়কের সংযোগ সড়কের ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ শিথিল করা হবে।দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে শনিবার মধ্যরাত থেকে ২৪ ঘণ্টার জন্য ট্যাক্সিক্যাব, পিকআপ ভ্যান, মাইক্রোবাস ও ট্রাক চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সরকার। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, প্রশাসনের সদস্য ও অনুমোদিত পর্যবেক্ষক, জরুরি সেবার যানবাহন, ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অভিন্ন কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং সংবাদপত্র বহনকারী সব ধরনের যানবাহন, দূরপাল্লার যানবাহন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাদের এজেন্টদের ক্ষেত্রে এই বিধি-নিষেধ শিথিল করা হবে। সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক, নির্বাচনসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, জাতীয় মহাসড়ক, প্রধান আন্তঃজেলা রুট, মহাসড়ক এবং প্রধান মহাসড়কের সংযোগ সড়কের ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ শিথিল করা হবে।দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে শনিবার মধ্যরাত থেকে ২৪ ঘণ্টার জন্য ট্যাক্সিক্যাব, পিকআপ ভ্যান, মাইক্রোবাস ও ট্রাক চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সরকার। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, প্রশাসনের সদস্য ও অনুমোদিত পর্যবেক্ষক, জরুরি সেবার যানবাহন, ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অভিন্ন কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং সংবাদপত্র বহনকারী সব ধরনের যানবাহন, দূরপাল্লার যানবাহন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাদের এজেন্টদের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ শিথিল করা হবে। ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে সারাদেশে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের সময় ও পরে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় ৩ জানুয়ারি থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন থাকবে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০১.২০২৪ এলিনা)

সরে দাঁড়ালেন লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী

সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকা ও কালো টাকার ছড়াছড়ির অভিযোগ তুলে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রার্থী রাকিব হোসেন। বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) বিকেলে জেলা শহরের ঝুমুর এলাকায় তার নির্বাচনী কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, সারাদেশে প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। লক্ষ্মীপুরের সাধারণ মানুষ নির্বাচন থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। শুধু বিশেষ সুবিধাভোগী কিছু লোক নির্বাচনের মাঠ গরম রেখেছে। রাকিব হোসেন অভিযোগ করে বলেন, নির্বাচনে কালো টাকার ব্যাপক ছড়াছাড়ি হচ্ছে। কালো টাকার প্রভাবে কেন্দ্রে এখন এজেন্ট দেওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গায় আমার পোস্টার ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এসব বিষয়ে রিটার্নিং অফিসারের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনো প্রতিকার পাওয়া যায়নি। সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায় কেন্দ্রের নির্দেশে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন বলে জানান তিনি। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০১.২০২৪ এলিনা)

সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে ৭ জানুয়ারি

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন (৭ জানুয়ারি) সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। বুধবার (৩ জানুয়ারি) মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সোনিয়া হাসানের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে সারাদেশে সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোট গ্রহণের সুবিধার্থে সারাদেশে নির্বাচনকালীন ছুটি ঘোষণা করা হলো। এর আগে ভোট গ্রহণের দিন সাধারণ ছুটি ঘোষণা করতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসির নির্বাচন পরিচালনা-২-এর অধিশাখার উপসচিব আতিয়ার রহমান স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এতে বলা হয়, ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন উপলক্ষ্যে ভোট গ্রহণের দিন অর্থাৎ ৭ জানুয়ারি সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, ৭ জানুয়ারি রবিবার সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবস। এর আগের দুই দিন শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ফলে ৫ থেকে ৭ জানুয়ারি টানা তিন দিন ছুটি থাকবে।এবারের নির্বাচনে ২৭টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীসহ স্বতন্ত্র প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বর্তমানে চলছে প্রচার-প্রচারণা। ৫ জানুয়ারি সকাল ৮টায় প্রচার-প্রচারণা শেষ হবে।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০১.২০২৪ এলিনা)

তফসিল স্থগিত চেয়ে করা রিট সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ

সংসদ ভেঙে দিয়ে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পুনরায় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা চেয়ে রিট খারিজের বিরুদ্ধে করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতির আদালত। একই সঙ্গে রিটকারী ইনসানিয়াত বিপ্লবের চেয়ারম্যান ইমাম হায়াতকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার এক লাখ টাকা এক সপ্তাহের মধ্যে আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামকে দিতে বলা হয়েছে। বুধবার (৩ জানুয়ারি) আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী আব্দুর রউফ। আদালত বলেছেন, একই বিষয়ে এর আগে একাধিক রিট হয়েছে। উচ্চ আদালতে বিষয়টি সেটেলড হয়ে আছে। এ ছাড়া, সংবিধানেও সংসদ ভেঙে দেওয়ার বিধান নেই। সংসদ ভেঙে দিয়ে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পুনরায় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা চেয়ে রিট খারিজের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার আপিল বিভাগে আবেদন করা হয়। আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের পক্ষে আইনজীবী আব্দুর রউফ এ আবেদন করেন। পরে দুপুরে শুনানির জন্য চেম্বার বিচারপতির আদালতে উত্থাপন কর হয়। ১০ ডিসেম্বর ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ নামে রাজনৈতিক দলটি এ রিট

দায়ের করে। রিটে আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, লেজিসলেটিভ সচিব, মন্ত্রী পরিষদ সচিব ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে (সিইসি) বিবাদী করা হয়। ইনসানিয়াত বিপ্লবের চেয়ারম্যান ইমাম হায়াত সেদিন বলেছিলেন, গত নির্বাচনে আমরা দেখেছি ক্ষমতাসীন সংসদ সদস্যরা নিজ নিজ আসনে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার এবং প্রশাসন, পুলিশ ও নিজেদের সশস্ত্র লোকদের ব্যবহার করে ভোটকেন্দ্র দখল ও অন্যদের ভোট প্রদানে বাধার সৃষ্টি করেছে। তিনি আরও বলেন, সংসদ বহাল রেখে জালিয়াতিমুক্ত নির্বাচন অসম্ভব। প্রহসনমুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ ও গণতন্ত্র রক্ষায় আমরা ইনসানিয়াত বিপ্লব সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নির্বাচনের আদেশ চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেছি। ২০ ডিসেম্বর সংসদ ভেঙে দিয়ে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পুনরায় তফসিল ঘোষণা চেয়ে দায়ের করা রিট উত্থাপিত হয়নি মর্মে খারিজ করে দেন হাইকোর্ট। সেদিন রিটের পক্ষের আইনজীবী বলেছিলেন, নির্বাচন কমিশনকে লিগ্যাল নোটিশ না পাঠিয়ে সরাসরি রিট দায়ের করায় হাইকোর্ট রিট আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছেন। এ কারণে ২১ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশনকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠানো হয়। এরপর দ্বিতীয় দফায় রিট করলে ২৭ ডিসেম্বর হাইকোর্ট রিট শুনতে অপারগতা প্রকাশ করেন। আদালত বলেন, এই মুহূর্তে এ ধরনের রিট শুনব না। বিচারপতি মো. ইকবাল কবীর ও বিচারপতি বিশ্বজিত দেবনাথের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই অপারগতা প্রকাশ করেন। ২০২৩ সালের ৮ মে উচ্চ আদালতের নির্দেশে রাজনৈতিক দল হিসেবে ইসির নিবন্ধন পেয়েছে ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ। ইসিতে রাজনৈতিক দল হিসেবে ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের নিবন্ধন নম্বর- ৪৬। দলটির নির্বাচনী প্রতীক হচ্ছে আপেল।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০১.২০২৪ এলিনা)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সারাদেশে মোতায়ন করা হয়েছে সেনাবাহিনী

৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বুধবার (৩ জানুয়ারি) সকালে সারাদেশে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বুধবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের সময় ও পরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ৩ জানুয়ারি থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন থাকবে। সংবিধানের 'ইন এইড টু দ্য সিভিল পাওয়ার' অনুচ্ছেদের ১২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করতে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। বুধবার সকালে ঢাকার বনানী এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি দলকে টহল দিতে দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তাদের অনুরোধে এবং অংশীজনদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক মোতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছে আইএসপিআর। ৬২টি জেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) একককভাবে ৪৫টি উপজেলায় দায়িত্ব পালন করবে। এছাড়া বিজিবি ও কোস্টগার্ডের সমন্বয়ে সেনাবাহিনী যথাক্রমে ৪৭টি সীমান্তবর্তী উপজেলা ও ৪টি উপকূলীয় উপজেলায় দায়িত্ব পালন করবে। ভোলা ও বরগুনাসহ উপকূলীয় ১৯টি উপজেলায় নৌবাহিনীর সদস্যরা মোতায়েন থাকবেন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী (বিএএফ) পার্বত্য ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভোটকেন্দ্রে হেলিকপ্টার সহায়তা প্রদান করবে। এ ছাড়া, নির্বাচনী সহায়তা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। সেলটি ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে সশস্ত্র বাহিনী। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০১.২০২৪ এলিনা)

বিএনপি নির্বাচনে না আসায় নির্বাচনের মাঠে এক ধরনের শূন্যতা তৈরি হয়েছে- রাণা দাশগুপ্ত

আগামী ৭ জানুয়ারী বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬ টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামী আন্দোলনসহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী এই দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দু'টি দলের একটি, বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কিনা এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা তা নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন গোলাম সামদানী।

সাক্ষাৎকার : বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাণা দাশগুপ্ত।

ভয়েস অফ আমেরিকা: স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মনোয়ন বৈধ হবার জন্য ১ শতাংশ ভোটারের সমর্থন জানিয়ে স্বাক্ষর জমা দেয়ার যে বিধান আছে তা কতটা যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায্য?

রাণা দাশগুপ্ত : আমার বিবেচনায় বিধানটি একেবারে অন্যায্য নয়। তবে ১ শতাংশের পরিবর্তে তার অর্ধেক হলেই মনোনয়ন প্রত্যাশীরা মনোনয়নপত্র দায়েরের ক্ষেত্রে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন।

ভয়েস অফ আমেরিকা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু হতো?

রাণা দাশগুপ্ত : এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এবং বিশেষ করে ২০০৮ সালে একইভাবে নির্বাচন অনেকটা অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু হলেও এর মধ্যবর্তী পর্যায়ের যেসব নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে অনেকটা কলঙ্কের কালিমা লিপ্ত করেছিল-এটি সত্য। সে বিবেচনায় বর্তমান নির্বাচনটিও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু হতো হলফ করে তা বলা মুশকিল।

ভয়েস অফ আমেরিকা: বিএনপি ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য হবে?

রাণা দাশগুপ্ত : অস্বীকারের উপায় নেই বিএনপি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল। তাই বিএনপি নির্বাচনে না আসায় নির্বাচনের মাঠে এক ধরনের শূন্যতা ইতোমধ্যে তৈরী হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ব্যাপারে এ রাজনৈতিক দলের এক বড় ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে চাই, ২০১৪, ২০১৮-র মত বিএনপি 'আপোষহীন রাজনীতি'র নামে এবারকার নির্বাচনও শুধু বর্জন নয় প্রতিরোধের হুমকিও দিয়ে চলেছে। এ রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ ছেড়ে হঠাৎ করে হরতাল অবরোধ এবং সন্ত্রাসের মত ভয়াবহ কর্মসূচির মাধ্যমে নির্বাচনী মাঠে নেমেছে যা দুঃখ ও দুর্ভাগ্যজনক। আমার কাছে মনে হয়েছে, হাজারো লক্ষ মানুষের মিছিলকে মাঠে রেখে নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে যদি নির্বাচনে আসতো তাহলে আজকের এ পরিস্থিতি তৈরী হতো না। বরং বিএনপি-ই অধিকতর লাভবান হতো। যদি ক্ষমতা দখল করতে না-ই বা পারতো তবে এটি নিশ্চিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতাদের নিয়ে বিএনপি সংসদের একটি শক্তিশালী বিরোধীদল হতে পারতো। সংসদের ভেতরে ও বাইরে এ দলটি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক করণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে অধিকতর এগিয়ে নিতে পারতো। বিদ্যমান বাস্তবতায় যা সম্ভব নয়। আগামী ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতি নির্ধারণ করবে বিএনপি'কে ছাড়া নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে কি না, যা এ মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়।

ভয়েস অফ আমেরিকা : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

রাণা দাশগুপ্ত : ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিশ্বের পরাশক্তিসমূহ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে চীন, ভারত ও রাশিয়া। তাদের বক্তব্য হল নির্বাচনে ফলাফল যা-ই হোক না কেন বাংলাদেশকে তারা কোনমতে অস্থিতিশীল হতে দেবে না। অন্যদিকে আমেরিকা ও ইউরোপ থাকলেও, ইউরোপ আপাতত নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছে। কিন্তু, আমেরিকা বাংলাদেশে 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা'র সবক দিয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রদানসহ নানান 'হুমকি-ধামকি' অব্যাহত রেখেছে। পরাশক্তিসমূহের এ টানাপোড়ন নির্ধারণ করবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ। এটিই এখন দেখার বিষয়।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

রাণা দাশগুপ্ত : দেশের একজন দায়িত্বশীল, সচেতন ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে ১৯৭০ সালের পর থেকে এমন কোন নির্বাচন নেই যাতে আমি আমার ভোট প্রদান করিনি। এবারও আমি ভোট প্রদান করতে চাই, সেটি একটি শ্লোগানকে মাথায় রেখে, আর তা হল- আমার ভোট আমি দেব, জেনেশুনে বুঝে দেব।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০১.২০২৪ এলিনা)

বিএনপি ছাড়া নির্বাচন সেভাবে অংশগ্রহণমূলক করাটা কঠিন : সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা

আগামী ৭ জানুয়ারী বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬ টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামী আন্দোলনসহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে।

অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী এই দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দু'টি দলের একটি, বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কিনা এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানা মহলে আলোচিত হচ্ছে। এসব বিষয় নিয়ে কী ভাবছেন বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা তা নিয়ে ভয়েস অফ আমেরিকা কথা বলেছে সুশীল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সাথে।

এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আতিকুল ইসলাম।

সাক্ষাৎকার : সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা

ভয়েস অফ আমেরিকা: স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মনোয়ন বৈধ হবার জন্য ১ শতাংশ ভোটারের সমর্থন জানিয়ে স্বাক্ষর জমা দেয়ার যে বিধান আছে তা কতটা যুক্তিসঙ্গত বা ন্যায্য?

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা: এটা অন্যায্য। এক শতাংশের স্বাক্ষর যোগাড় করা এটা আমরা লেভেল প্লেইং ফিল্ড যেটা বলি সেটা হলো না। তার কিছুই লাগছে না, শুধু একটা চিঠিই যথেষ্ট। অথচ যিনি স্বতন্ত্র করবেন তাকে দেখা যাচ্ছে যে এতগুলো মানুষের কাছে যেতে হচ্ছে, তাদের কাগজপত্র যোগাড় করতে হচ্ছে, স্বাক্ষর নিতে হচ্ছে, এটি তার প্রতি একটি

বৈষম্যমূলক আচরণ এবং এর মাধ্যমে যেটা হয়েছে দূর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই কাগজপত্র সঠিক না। যেন—তেন প্রকারে যোগাড় করছে। আবার যদি প্রভাব থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে সেটা হয়তো এতো কিছু চেক করা হচ্ছে না। একটা সিস্টেমে সকলের সমান অধিকার থাকাটাই আমার কাছে মনে হয় ন্যয্যতা এবং সেটাই নাই।

ভয়েস অফ আমেরিকা: এই নির্বাচনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হলে কি অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু হতো?

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা: সেটা কেউ বলতে পারেনা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে সব ভাল নির্বাচন হয়েছে তাতো না আসলে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেও বেশ কিছু জটিলতা তৈরি হয়েছে। আমরা দেখেছি ২০০১ সালের নির্বাচনের সময় যতটা না নির্বাচন হয়েছে অন্য ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হয়েছে। অশান্তি হয়েছে। সুতরাং সব ক্ষেত্রেই যে এটা রাইট তা বলা যাবে না।

ভয়েস অফ আমেরিকা: বিএনপিকে ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য?

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা: গ্রহণযোগ্যতার কথা আমি বলতে পারবোনা। তবে বাংলাদেশের বাস্তবতা হলো আওয়ামীলীগ--বিএনপি ছাড়া নির্বাচন সেভাবে অংশগ্রহণমূলক করাটা কঠিন। এটাই হলো বাস্তবতা। কারণ তারা একটা বিশাল অংশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। আওয়ামীলীগ এবং বিএনপি।

ভয়েস অফ আমেরিকা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ কতদিন টিকে থাকবে? তিনমাস, ছ'মাস, এক বছর, পূর্ণমেয়াদ?

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা: সেটা বলা মুশকিল। কারণ ২০১৪ সালের নির্বাচনের পরেও তো সংসদ পূর্ণতা পেয়েছে। সুতরাং এটাও যে টিকছেনা সেটা তো নিশ্চিত করে বলা যায়না।

ভয়েস অফ আমেরিকা : আপনি এবার ভোট দিতে যাবেন?

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা: আশা করি। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৪.০১.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

আতঙ্ক সৃষ্টি করতে বোমা হামলার নির্দেশ দিয়েছে তারেক রহমান : ওবায়দুল কাদের

বিএনপি যতই আটলান্টিকের ওপারে তাকিয়ে থাকুক, শেখ হাসিনা ভিসানীতি ও নিষেধাজ্ঞার কোন পরোয়া করেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৭৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে, আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। এ সম্পর্কে ঢাকা থেকে আরো জানাচ্ছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি বাদশা রহমান:

বিএনপি যতই আটলান্টিকের ওপারে তাকিয়ে থাকুক, শেখ হাসিনা ভিসানীতি ও নিষেধাজ্ঞার কোন পরোয়া করেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৭৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে, আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। সেতুমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনা কোন বিদেশি শক্তির হুমকি ধমকির পরোয়া করেন না। তিনি ভয় পান একমাত্র স্রষ্টাকে। তিনি ভালোবাসেন দেশের জনগণকে। ওবায়দুল কাদের বলেন, ভালো লোকেরা নির্বাচিত হলে দেশ ভালো চলবে, না হলে দু:শাসন অনিবার্য। তিনি আরো বলেন, আতঙ্ক সৃষ্টি করতে বোমা হামলার নির্দেশ দিয়েছেন তারেক রহমান। তাই বিএনপিকে চিরতরে লাল কার্ড দেখাতে হবে। এদিকে, বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম- মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, জোর করে জবরদস্তি করে ডামি ও একতরফা নির্বাচন করে দেশের বিপদ ডেকে আনছে সরকার। নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলন সফল করতে বৃহস্পতিবার সকালে উত্তরা রাজউক মডেল কলেজের সামনে লিফলেট বিতরণ শেষে এ কথা বলেন তিনি। রিজভী আরো বলেন, পাতানো নির্বাচন করে, জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে ক্ষমতা বেশী দিন ধরে রাখতে পারবেনা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার।

(রেডিও তেহরান:২০৩০ ঘ. ০৪.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

শুক্রবার শেষ হচ্ছে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার-প্রচারণা

আগামীকাল শুক্রবার সকাল ৮টায় শেষ হচ্ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা।আজ প্রচারের শেষ সুযোগ কাজে লাগাতে মরিয়া বিভিন্ন আসনের প্রার্থী ও সমর্থকরা। এ সম্পর্কে এখন রয়েছে ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির পাঠানো প্রতিবেদন:

আগামীকাল শুক্রবার সকাল ৮টায় শেষ হচ্ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা। ফলে আজ বৃহস্পতিবার প্রচারের শেষ সুযোগ কাজে লাগাতে মরিয়া বিভিন্ন আসনের প্রার্থীরাও ও সমর্থকরা। নির্বাচনী এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা আজই করছেন শেষ জনসভা। শেষ মূহুর্তের প্রচারণায় ব্যস্ত রাজধানী ঢাকা তৃণমূল গ্রামগঞ্জের মানুষও। এরই ধারাবাহিকতায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে, ঢাকা-১১ আসনে চলছে উৎসবের আমেজ। পাড়া মহল্লায়, অলিতে-গলিতে সবখানে ঝুলছে নানা রকমের পোষ্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণা। ঢাকা-১১ আসনটি রাজধানীর বাড্ডা, ভাটারা-বেরাইদ সাতারকুল ইউনিয়ন'সহ ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ২১, ২২ ও ২৩ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। এই আসন থেকে নৌকা প্রতীকে লড়ছেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ওয়াকিল উদ্দিন।(স্বকণ্ঠে) এইটুকু আপনাদের কথা দিয়ে যাই যে, আমার দরজা তো সব সময় খোলা থাকবেই। এখন না, আমি এমপি হলেও থাকবে। আমি সবসময়ই সাধারণ মানুষ। আমি সবসময় মানুষের কথা চিন্তা করি।ইনশাল্লাহ আমি যে কোন মানুষের বিপদে- আপদে, যেকোনো সমস্যায় সবসময় জড়িয়ে থাকি। আমি

সবসময় মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকি। এদিকে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা উপজেলায়ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বইছে উৎসবের আমেজ। কাকডাকা ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারের দুয়ারে,দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি। এর ব্যতিক্রম নয় চাঁদপুর জেলার পাঁচটি সংসদীয় আসনের ভোটাররাও। তাদের মাঝে চলছে, নানা সমীকরণ। কে হচ্ছেন আগামীর সংসদ সদস্য? ৩ আসন থেকে নৌকার প্রার্থী বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। চাঁদপুর ৪ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি প্রবীণ রাজনীতিবিদ ড. শামসুল হক ভূঁইয়া।সাধারণ ভোটারদের বিভিন্ন বিশ্লেষণ ও আলোচনা বলছে, চাঁদপুর জেলায় ৫টি আসনের ৪টিতেই রয়েছে আওয়ামী লীগের হেভিওয়েট স্বতন্ত্র প্রার্থী। এদিকে, সরকারের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরে নৌকায় ভোট চাইছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা। আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর পাশাপাশি নির্বাচনে অংশ নিয়েছে জাতীয় পার্টি, তরিকত ফেডারেশন ও বিএনএম। (রেডিও তেহরান:২০৩০ ঘ. ০৪.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ভূমিকম্প থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা হচ্ছে

জাপান সাগরের উপকূলে সোমবারের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর উদ্ধারকর্মীরা জীবিতদের সন্ধান অব্যাহত রেখেছেন। কম্পন চলতে থাকার কারণে তাদের প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ইশিকাওয়া জেলায় ভূমিকম্প আঘাত হানার পর থেকে আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ৩টা পর্যন্ত কমপক্ষে ৮৪ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। ইশিকাওয়া জেলা সরকার বৃহস্পতিবার সকালে ৫১ জন নিখোঁজ ব্যক্তির নাম ও বয়স প্রকাশ করেছে। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ইশিকাওয়া জেলার নোতো এলাকা এবং জাপান সাগরের উপকূল বরাবর এলাকায় প্রায় ৬০০টি কম্পন অনুভব করা হয়। হোকুরিকু অঞ্চল এবং নিগাতা জেলাসহ কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বৃষ্টি হচ্ছে। আবহাওয়া কর্মকর্তারা সতর্ক করে দিয়েছেন যে বৃষ্টিপাত আরও ভূমি ধ্বসের ঝুঁকি বাড়াতে পারে এবং জনগণের প্রতি সজাগ থাকার আহ্বান তারা জানাচ্ছেন। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ০৪.০১.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ-বিএনপি সংলাপের আহ্বান আইসিজির

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন প্রায় সমাগত। এই নির্বাচনে কি রাজনৈতিক সংকট দূর হবে? ব্রাসেলসভিত্তিক পর্যবেক্ষক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ (আইসিজি) মনে করে, আওয়ামী লীগ-বিএনপির সংলাপ সেই সম্ভাবনা বাড়াবে।বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আইসিজি বলেছে, প্রধান বিরোধী দলকে বাইরে রেখে হতে যাওয়া নির্বাচনে গ্রহণযোগ্যতার অভাব থাকায় তা কেবল বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিভাজনই বাড়াতে যাচ্ছে আর সাথে যোগ করছে সহিংসতার ঝুঁকিও। যেহেতু নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার মতো সময় এখন আর নেই, তাই স্বল্পমেয়াদে অস্থিতিশীলতা এড়াতে এবং একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত নিয়ে কাজ করতে সংস্থাটি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, বিএনপি'র মধ্যে নির্বাচনের পর সংলাপের তাগিদ দিয়েছে। আইসিজি মনে করে, এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ভোটাররা প্রকৃত অর্থে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পাবে।

বাংলাদেশের বিদেশি উন্নয়ন অংশীদার, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের প্রতি দুটি দলকে সংলাপে উৎসাহিত করার আহ্বানও জানিয়েছে তারা। জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার ঠিক আগ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এরকম একটা উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেটা হালে পানি পায়নি। সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে খুব একটা উৎসাহ দেখানো হয়নি। ক্রাইসিস গ্রুপ মনে করছে, নির্বাচনের পর সরকারের সংলাপে রাজি হওয়ার বেশ কিছু যৌক্তিক কারণ রয়েছে। সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জকেই তারা উপস্থাপন করেছে।

বাংলাদেশের বর্তমান সময়টাকে একটা সন্ধিক্ষণ আখ্যা দিয়ে ক্রাইসিস গ্রুপ বলেছে, ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতির পাশাপাশি ক্রমাগত অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা সরকারের ওপর চাপ বাড়িয়ে দেবে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করতে বিবদমান দুই পক্ষকে সংলাপে বসতে হবে বলে তারা মনে করে। 'নির্বাচনের চেয়েও অধিকতর: বাংলাদেশের রাজনৈতিক অচলাবস্থা ভাঙা' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে আইসিজি বলেছে, ''প্রধান রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে সম্পর্ক পুনর্গঠন এবং বাংলাদেশকে গণতন্ত্র, শান্তি ও স্থিতিশীলতার পথে ফিরিয়ে আনতে আলোচনার জন্য উভয়পক্ষ থেকে ছাড় প্রয়োজন। দেশটির বিদেশি অংশীদার, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের উচিত তাদের সেই দিকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করা।"

নির্বাচন পরবর্তী সংলাপের বিষয়ে ক্রাইসিস গ্রুপের আহ্বান সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাসিম বলেন, পাঁচ বছর পর যে নির্বাচনটা হবে সেখানে তারা (বিএনপি) অংশ গ্রহণ করবে কি করবে না, তা নিয়েই এখন কেবল আলোচনা হতে পারে। "যারা নির্বাচনে আসে না, নির্বাচনে বিশ্বাস করে না, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, তাদের সাথে সংলাপ করে কীই বা হবে? যারা এ সকল কথা বলছে, তারা ওদের আনার চেষ্টা করেছে, তারা চেয়েছিল সত্যিকার অর্থেই আসুক, সবাইকে নিয়ে ইলেকশনটা হোক, তারা পারে নাই। তারপরও তারা বিএনপির উপর এই বিশ্বাস রাখে কিভাবে? এখন যেটা হবে, পাঁচ বছর পর যে নির্বাচনটা হবে, সেখানে তারা

অংশ গ্রহণ করবে কি করবে না, তা নিয়ে আলোচনা চালু হতে পারে, এটা ভেবেই হয়তো এটা বলা হচ্ছে," বলেছেন তিনি।

বিএনপিও যে এক্ষেত্রে তার অবস্থান পরিবর্তন করেছে সেরকম ইঙ্গিত এখনো দৃশ্যমান নয়। ক্রাইসিস গ্রুপের প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য জানতে চাইলে বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, "আমরা ২০১১ সাল থেকেই দাবি করে আসছি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা। এটা ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তারা পদত্যাগ করে এটা পুনঃপ্রবর্তন করলেই সংকটের সমাধান হবে। নির্বাচনের পরে সংলাপ সম্ভব কিনা এটা আমাদের দলের নীতিনির্ধারকেরা অবশ্যই ভেবে দেখবেন। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব হবে যখন আমাদের চেয়ারম্যান বাইরে, মহাসচিব কারাগারে? "

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শান্তনু মজুমদার মনে করেন, শর্তহীন যে কোনো আলোচনা সবার জন্যই মঙ্গলজনক হবে, "আমি প্রথমে বলবো, ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছে বা যে আহ্বান জানিয়েছে, সেটাকে আমি স্বাগতম জানাই। স্বাগতম জানাই এ কারণেই যে, নির্বাচন হচ্ছে, নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করছে- এটা সত্য, এবং একই সাথে এটাও সত্য যে, বড় একটি দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না। কে ঠিক, কে বেঠিক -এই তর্ক চলতে থাকতে পারে, তথাপি বাস্তবতা এই, যে কোনো কারণেই হোক একটা পক্ষ অনুপস্থিত থাকার কারণে নির্বাচনটা সর্বাংশে সুন্দর হচ্ছে না।এজন্য আমি মনে করি, নির্বাচনের পরে দেশের স্বার্থে বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হতে পারে।" এ ধরনের সংলাপ আদৌ কোনো ফলাফল বয়ে আনবে কি-না সে সম্পর্কে এখনই তিনি কোনো উপসংহারে পৌঁছাতে রাজি নন। "আলোচনা থেকে প্রথমবার, দ্বিতীয়বার লাভ না আসুক, কিংবা এমনকি লাভের আশা না করেও আলোচনা হতে পারে। কারণ, আমরা সব সময় মনে রাখবো, সংলাপের অনুপস্থিতি সংঘাতের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। সেটা আমরা কেউ চাই না। এখন কেউ যদি বলে, উনাদের সাথে কিসের সংলাপ, কেউ যদি বলে যে, আমাদের এই দুটা শর্ত আছে, পাঁচটা শর্ত আছে এগুলি পূরণ করলে আমরা সংলাপে বসব- তাহলে অবশ্য সংলাপের প্রশ্নটা নিরর্থক হয়ে যায়।"

পরিস্থিতির যাতে অবনতি না ঘটে, দেশের স্থিতিশীলতা এবং দেশের গণতন্ত্রের জন্য যা যা দরকার, সেগুলি সবারই করতে হবে বলেও তিনি মনে করেন। তার মতে, এক্ষেত্রে কারো অহম কিংবা কারো হুঙ্কার কোনোটারই কোনো সুযোগ নেই। "হোক আলোচনা। শুনুক না সবাই, উনারা কে কী বলছেন, সে জন্য আমি মনে করি শর্তহীন যে কোনো আলোচানাই স্বাগতম।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৪.১.২৪ রিহাব)

সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত না করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এমন কোনো 'উদ্ভট ধারণাকে' প্রশ্রয় এবং ইন্ধন না দিতে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনে বিশ্বাসী সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে এই আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি। ভাষণটি বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশনে একযোগে সম্প্রচারিত হয়েছে। তিনি বলেন, "আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গণতন্ত্র ও আইনের শাসনে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুরোধ, সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যহত হয় এমন কোনো উদ্ভট ধারণাকে প্রশ্রয় দেবেন না এবং ইন্ধন যোগাবেন না।"উন্নয়নের অগ্রযাত্রার পর 'টেকসই উন্নয়ন' নিশ্চিত করতে দেশবাসীকে আবারো নৌকা মার্কায় ভোট দেয়ার অনুরোধ জানান তিনি। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ গত ১৫ বছরে সরকারের নেয়া বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন আওয়ামী লীগ সভাপতি। আবার ক্ষমতায় এলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার অঙ্গীকার করেন তিনি।

বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলের বাংলাদেশের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনকালের তুলনাও উঠে আসে তার ভাষণে। শেখ হাসিনা বলেন, "আজকে আপনাদের কাছে নৌকা মার্কায় ভোট চাইতে হাজির হয়েছি। এই উন্নয়নকে টেকসই করা, আপনাদের জীবনমান উন্নত করা, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-স্মার্ট সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ চাই।"

স্বাধীনভাবে নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়েছে বলেও জানান সরকারপ্রধান। তিনি বলেন, "এই প্রথম বাংলাদেশে আইনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে আর্থিকভাবে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়েছে।"

দেশের তরুণ সমাজকে আগামীর চালিকাশক্তি হিসেবে অভিহিত করেছেন সরকারপ্রধান। বলেন, "তরুণ সমাজ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল কারিগর। তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের অগ্রগতি।" জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেখানো বিদেশ নীতির কথা আবারো পুনর্ব্যক্ত করেন তার কন্যা শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, "সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয়, এই নীতিতেই আমরা বিশ্বাস করি। এই নীতি নিয়েই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে আমরা বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী করে উন্নত করেছি।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৪.১.২৪ রিহাব)

আওয়ামী লীগের প্রায় ৯৩ শতাংশ প্রার্থী কোটিপতি : সুজন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন আওয়ামী লীগের এমন প্রার্থীদের ৯২ দশমিক ৮৩ শতাংশই কোটিপতি। নির্বাচনের মোট প্রার্থীর প্রায় ৫৯ শতাংশ ব্যবসায়ী। সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এসব তথ্য তুলে ধরেছে।বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য পরিবেশন করে তারা। সংবাদ সম্মেলনে সুজনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার নির্বাচনের প্রার্থীদের নানা বিষয় নিয়ে এ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনটি তৈরি বলে দাবি করেছে সংগঠনটি। সুজনের প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ২৬৫ জন প্রার্থীর বার্ষিক গড় আয় ২ কোটি ১৪ লাখ টাকা, গড় সম্পদমূল্য সাড়ে ২৮ কোটি টাকার বেশি। দলটির প্রার্থীদের ১৭০ জনই (৬৪ দশমিক ১৫ শতাংশ) পেশায় ব্যবসায়ী। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, এবারের নির্বাচনে ২৮টি রাজনৈতিক দল অংশ নিচ্ছে। স্বতন্ত্রসহ মোট প্রার্থী ১ হাজার ৯৪৫ জন। এর মধ্যে ১৪ জন ২টি করে এবং একজন ৩টি আসনে প্রার্থী হয়েছেন।

সুজনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া ১ হাজার ৯৪৫ জনের মোট বার্ষিক আয় ১ হাজার ১১৪ কোটি টাকা। মোট সম্পদমূল্য ১৩ হাজার ৬২০ কোটি টাকা। সবচেয়ে বেশি আয় ও সম্পদ ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের। আয় ও সম্পদের দিক থেকে এর পরেই রয়েছেনস্বতন্ত্র প্রার্থীরা। উপস্থাপিত প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রার্থীদের প্রায় ৫৯ শতাংশ ব্যবসায়ী। আওয়ামী লীগের ২৬৫ প্রার্থীর মধ্যে ১৭০ জন (৬৪ দশমিক ১৫ শতাংশ) পেশায় ব্যবসায়ী। জাতীয় পার্টির ২৬২ প্রার্থীর মধ্যে ১৭৩ জন (৬৬ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ) ব্যবসায়ী। ৪৩৩ স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ব্যবসায়ী ৩০২ জন (৬৯ দশমিক ৭৫ শতাংশ)। ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় এবার ব্যবসায়ী প্রার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। গত নির্বাচনে ব্যবসায়ী প্রার্থী ছিলেন প্রায় ৫২ শতাংশ। সংবাদ সম্মেলনে সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার বলেন, "ক্ষমতার সঙ্গে জাদুর কাঠি জড়িত। ২০০৮ সাল থেকে দেখা যাচ্ছে, যে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ছিল, সেখানে প্রার্থীদের মধ্যে আয়বৈষম্য কম ছিল। একতরফা নির্বাচনে এই বৈষম্য বেড়ে যায়, কারণ, এসব নির্বাচনে যেনতেন প্রার্থী দিলেও জিততে সমস্যা হয় না। "

সংবাদ সম্মেলনে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও সুজনের নির্বাহী সদস্য শাহদীন মালিক বলেন, "আমাদের রাজনৈতিক দলের নেতাদের কার্যকলাপে মগের মুল্লুকও লজ্জা পাবে। এই নির্বাচন হচ্ছে আওয়ামী লীগ বনাম স্বতন্ত্র লীগের। নির্বাচনে জিতলে অধিকাংশ স্বতন্ত্র প্রার্থীই আওয়ামী লীগে যোগ দেবেন। ফলে আগামী সংসদে ২৮০ জনই সরকারি দলের হলে আশ্চর্য হবো না। গণতন্ত্রের যে `গ' আছে, সেটাও আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে থাকবে না।"

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সাবেক বিচারপতি এম এ মতিন। তিনি বলেন, "জনগণ এখন সংসদ থেকে কিছু আশা করে না। এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তো জিতেই গেল। তবে এই নির্বাচন কেউ মেনে নেবে না। টানেলের শেষে নিশ্চয়ই আলো আসবে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ভালো নির্বাচন হবে, এই আশা করি।"

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৪.১.২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

আবারো দেশবাসীর কাছে নৌকা মার্কায় ভোট চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

আগামী ৭ জানুয়ারি সবাইকে ভোটকেন্দ্রে এসে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবারও দেশবাসীর কাছে নৌকা মার্কায় ভোট চাইলেন। বৃহস্পতিবার বিকালে নারায়ণগঞ্জের এ কে এম শামসুজ্জোহা ক্রীড়া কমপ্লেক্স মাঠে আয়োজিত জনসভায় দেওয়া বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান। বিএনপি-জামায়াত জ্বালাও-পোড়াও করে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন ২০০৮ সালের নির্বাচনে ৩০ সিট পাওয়ার পর থেকে বিএনপি নির্বাচনে আসতে ভয় পায়। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ আসাদ)

নির্বাচনে ভোটারদের ভোট দিতে কোনো চাপ দেয়া হচ্ছে না : সিইসি

নির্বাচনে ভোটারদের ভোট দিতে কোনো চাপ দেওয়া হচ্ছে না বলে কূটনীতিকদের জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল। বিকেলে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁয়ে কূটনীতিকদের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান। তিনি বলেন ভোটারদের কোনোভাবেই জোর করা হচ্ছে না বরং তাদের নির্ভয় কেন্দ্রে এসে ভোট দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি বিভিন্ন দেশের দূতাবাস, মিশন প্রধান ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের ভোটের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে তাদের সাথে বৈঠক করেন সিইসি। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ আসাদ)

বামপন্থী দলগুলো নির্বাচন বর্জন করলেও ভোটে তাতে কোনো প্রভাব পড়বে না : তথ্যমন্ত্রী

বামপন্থী দলগুলো নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিলেও তাতে কোনো প্রভাব পড়বে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ে

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন দুঃখজনক হলেও সত্য যে বামপন্থী দলগুলোর কোন ভোট নেই। এ সময় বিএনপি'র নির্বাচন বর্জনের ও সমালোচনা করেন হাছান মাহমুদ।
(রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ আসাদ)

৬ই জানুয়ারি সকাল ছয়টা থেকে ৪৮ ঘণ্টার হরতাল ডেকেছে বিএনপি

নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে ৬ জানুয়ারি সকাল ছয়টা থেকে ৮ জানুয়ারি সকাল ৬ টা পর্যন্ত দেশব্যাপী ৪৮ ঘণ্টার হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। বিকেলে বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী জরুরি এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন। যদিও তিনি ভুলে একাধিকবার ৬ই জানুয়ারির পরিবর্তে বারবার ৬ ডিসেম্বর বলেছেন। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ আসাদ)

এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতেই হবে : মঈন খান

বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে। সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় মঈন খান আরো বলেন জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে হয়তো আওয়ামী লীগ সরকার কিছুদিন ক্ষমতায় থাকতে পারবে কিন্তু তা খুব বেশিদিন নয়। তাদের বিদায় নিতেই হবে।
(রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ আসাদ)

আগামী শুক্র ও শনিবার সকল তফসিলি সব ব্যাংক খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে নির্বাচনের ব্যয় পরিশোধের সুবিধার্থে নির্বাচনের আগের দুই দিন অর্থাৎ আগামী শুক্র ও শনিবার সংশ্লিষ্ট তফসিলি ব্যাংকগুলো খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন থেকে এই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এর আগে গতকাল বুধবার নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকে এ বিষয়ে অনুরোধ জানানো হয়েছিল।
(রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ আসাদ)

আওয়ামী লীগকে টানা চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আনতে জনগণের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে টানা চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারের শেষ সময়ে বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন আজ আমি নৌকা প্রতীকের পক্ষে ভোট চাইতে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। ভাষণটি সম্প্রচার হয় সন্ধ্যে সাতটায়। এ ভাষণ রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশন ও অন্যান্য সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচার করা হয়। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের উদয়াচল কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন ডাক এসেছে এখন রাস্তায় নামার সময়। ২৪ মিনিটের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন উন্নয়ন দীর্ঘস্থায়ী করতে, মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে কাজ করতে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি উন্নত-স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে তিনি আরও পাঁচ বছরের মেয়াদ চান। (রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ.০৪.০১.২০২৩ আসাদ)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার- প্রচারণা শেষ হচ্ছে শুক্রবার সকালে

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার শেষ হচ্ছে শুক্রবার সকাল আটটায়। গত ১৮ই ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দের মধ্য দিয়ে নির্বাচনি প্রচার শুরু হয়। ঐ সময়ের পর কোন প্রার্থী জনসভা, পথসভা মিছিল বা শোভাযাত্রায় অংশ নিতে পারবেন না। নির্বাচনি প্রচার শেষ হওয়ার একদিন পর ৭ই জানুয়ারি সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ২৯৯ টি সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। (রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ.০৪.০১.২০২৩ আসাদ)

নাটোরে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপি'র সংঘর্ষে পুলিশসহ অন্তত সাতজন আহত

নাটোরের সিংড়া উপজেলায় নির্বাচন বিরোধী লিফলেট বিতরণকে কেন্দ্র করে বিএনপি নেতা কর্মীদের সঙ্গে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই পুলিশ সদস্যসহ অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে জেলার সিংড়া উপজেলার বাস স্ট্যান্ড এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। ভাঙচুর করা হয়েছে বিএনপি নেতা দাউদ আল মাহমুদের পেট্রোল পাম্প, পুলিশের একটি গাড়িসহ সাতটি গাড়ি। এ ঘটনায় উপজেলার বিএনপির সদস্য সচিবসহ তিন জনকে আটক করেছে পুলিশ। (রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ.০৪.০১.২০২৩ আসাদ)

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষ্যে আজ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। আওয়ামী লীগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় ইশতাহার নিয়ে সন্ধ্যা সাতটায় শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন।

(রেডিও টুডেঃ ১৩৪৫ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

নির্বাচনের মাঠে বিএনপি লাল কার্ড পেয়ে পালিয়েছে : ওবায়দুল কাদের

নির্বাচনের মাঠে বিএনপি লাল কার্ড পেয়ে পালিয়েছে বলে জানালেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেছেন বিএনপি অপেক্ষা করছে বিদেশি নীতি আর নিষেধাজ্ঞার দিকে। কিন্তু শেখ হাসিনা কোনো বিদেশি শক্তিকে ভয় পায় না। এ সময় ৭ তারিখ ফাইনাল খেলা হবে বলেও মন্তব্য করেন সেতুমন্ত্রী। (রেডিও টুডেঃ ১৩৪৫ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

মানুষের মৌলিক স্বাধীনতার স্বার্থে ভোট বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছেন রিজভী

জনগণের স্বার্থে, নাগরিক স্বাধীনতার স্বার্থে এবং মানুষের মৌলিক স্বাধীনতার স্বার্থে ভোট বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী। বৃহস্পতিবার সকালে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের সামনে ভোট বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে লিফলেট বিতরণ শেষে তিনি এই আহ্বান জানান। রিজভী বলেন জোর-জবরদস্তি করে ডামি ও একতরফা নির্বাচন করে দেশের বিপদ ডেকে আনবেন না। এভাবে পাতানো নির্বাচন করে ক্ষমতা ধরে রাখা যাবে না। (রেডিও টুডেঃ ১৩৪৫ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মৃণাল ক্রান্তি দাসের সমর্থকদের উপর হামলা ও গুলি

মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মৃণাল ক্রান্তি দাসের সমর্থকদের উপর হামলা ও গুলি বর্ষণ করা হয়েছে। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ডালিম সরকার নামে নৌকার এক সমর্থক নিহত হয়েছেন। কাঁচি প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী ফয়সাল বিপ্লবের সমর্থকরা এই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বুধবার দিবাগত মধ্যরাতে সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের মুন্সিকান্দি গ্রামে একটি নৌকার ক্যাম্পের কাছে এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। রাতেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় ডালিমকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে বৃহস্পতিবার সকালে তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় সোহেল নামের নৌকার আর এক কর্মী আহত হয়েছেন।
(রেডিও টুডেঃ ১৩৪৫ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় স্বতন্ত্র প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলমের এক সমর্থক নিহত হয়েছেন

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় নির্বাচনি প্রচারণায় সংঘর্ষে জাহাঙ্গীর আলম নামে স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক সমার্থক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মঠবাড়িয়ার মাদুরা এলাকায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। (রেডিও টুডেঃ ১৩৪৫ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়া দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস এর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়া দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। স্থানীয় সময় বুধবার ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এক সংবাদ সম্মেলনে এই কথা বলেন। এ সময় আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন মিলার। তিনি বলেন বিষয়টি আমরা বেশ কয়েকবার স্পষ্ট করেছি। আমরা নির্বাচন খুব নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করব। (রেডিও টুডেঃ ১৩৪৫ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

গণঅধিকার পরিষদের আহবায়কের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন রেজা কিবরিয়া

গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়কের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন রেজা কিবরিয়া। দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ বরাবর তিনি পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন। একইসঙ্গে মিয়া মশিউজ্জামানকে ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। গত বছরের জুনে রেজা কিবরিয়া ও নুরুল হক নূরের দ্বন্দ্বে ভাঙ্গনের মুখে পড়ে গণঅধিকার পরিষদ। তখন থেকে একটি অংশের নিয়ন্ত্রণ থাকে নূরের হাতে। অপর অংশটির নিয়ন্ত্রণ করেন রেজা কিবরিয়া।
(রেডিও টুডেঃ ১৩৪৫ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

ঠাকুরগাঁওয়ের রাইস মিলের বয়লার বিস্ফোরণে তিনজন নিহত হয়েছেন

ঠাকুরগাঁওয়ে রাইস মিলের বয়লার বিস্ফোরণে তিনজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো একজন। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রহিমা নগর ইউনিয়নের পল্লীবিদ্যুৎ অফিসের পাশে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তিনজন হলেন দীপ্তি দাস পলক দাস ও পূজা দাস।
(রেডিও টুডেঃ ১৩৪৫ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

জাগো এফএম

দুঃখজনক হলেও সত্য বাম ভাইদের কোনো ভোট নেই : তথ্যমন্ত্রী

বামপন্থি দলগুলো নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিলেও তাতে কোনো প্রভাব পড়বে না। কারণ বাম ভাইদের কোনো ভোট নেই বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ে তিনি এমন মন্তব্য করেন। নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিতে যাচ্ছে বাম জোট, এ বিষয়ে মত জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বাম ভাইদের আমি খুব সম্মান করি। কারণ তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের ও প্রগতিশীল শক্তি। আমার মধ্যেও কিছু বাম চিন্তা আছে। আমাদের দলেরও মূল স্তম্ভ সোশ্যালিজম। যে কারণে বামদের সম্মান করি।' তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'তাদের অনেক বিষয় আমি সমর্থনও করি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য

বাম ভাইদের কোনো ভোট নেই, তারা ভোটে মানুষের সমর্থন পায় না। ঢাকা শহরে তো কেউ কেউ মেয়র নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু ৩৭ লাখ ভোটের এই ঢাকা শহরে তাদের ভোটের সংখ্যা হাজারের অংশ পার হয়নি। তাদের ভোট নেই, তারা ভোট বর্জন করুক কিংবা না করুক, তার কোনো প্রভাব নেই।'
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

২০২৪ সালে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না : বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

বর্তমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে চলতি ২০২৪ সালে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে নিজ দফতরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। সামনের দিনগুলো বা আগামী গ্রীষ্মের জন্য বিদ্যুৎ খাতে প্রস্তুতি কেমন, জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমি মনে করি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দুইটারই পরিস্থিতি ভালো। সামনের বারের প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলেছি আমরা। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ধীরে ধীরে বিদ্যুতের চাহিদা অনেক বেড়ে যাবে। মার্চ-জুন মাসের মধ্যে আমরা আশা করছি সামনের বছর বিদ্যুতের চাহিদা এই বছর থেকে ৮ থেকে ১০ শতাংশ বাড়বে। এটা একটা বড় বিষয়। এটাকে সামনে ধরে আমরা সেভাবে পরিকল্পনা নিয়েছি। এখন বাকিটা নির্ভর করছে বহির্বিশ্বের ওপর, সেখানে জ্বালানি সংকট হলে আমরা বিপদে পড়ব। তবে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা আশাবাদী বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ক্ষেত্রে ২০২৪ সালে কোনো সমস্যা হবে না।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

ভোট দিতে কোনো চাপ দেওয়া হচ্ছে না : সিইসি

ভোট দিতে কোনো ধরনের চাপ দেওয়া হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল। কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা জানান তিনি। প্রধান নির্বাচন কমিশনার কূটনীতিকদের বলেন, 'ভোটারদের ভোট দিতে কোনো চাপ দেওয়া হচ্ছে না, বরং ভোট দিতে আসার জন্য বোঝানো হচ্ছে।' আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কাছে এ কথা জানান সিইসি। এর আগে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের পরিবেশ ও সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন। বৈঠকে ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, মিশন প্রধান, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান এবং বাংলাদেশে ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

সেনাবাহিনীর নির্বাচনী কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন সেনাপ্রধান

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে যশোর অঞ্চলে 'ইন এইড টু দ্যা সিভিল পাওয়ার' এর আওতায় অ-সামরিক প্রশাসনকে সহায়তা দেওয়ার জন্য মোতায়েন করা সেনাবাহিনীর কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ। আজ বৃহস্পতিবার যশোর ছাড়াও সাভার ও ঢাকায় মোতায়েন করা সেনা সদস্যদের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সেনাপ্রধান। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর, আইএসপিআর এর পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পরিদর্শনকালে সেনাপ্রধান মোতায়েন করা সেনা সদস্যদের কার্যক্রম সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার পাশাপাশি কর্তব্যরত সেনা সদস্যদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেন। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

ঢাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন হয়েছে : মেয়র তাপস

সিটি কর্পোরেশন এলাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস। ডিএসসিসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য নতুন কেনা ২৫টি ডাম্প ট্রাকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ তথ্য জানান। আজ বৃহস্পতিবার দক্ষিণ সিটির প্রধান কার্যালয় নগর ভবন প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৭ কোটি ২৭ লাখ ৪৭ হাজার টাকায় এসব ডাম্প ট্রাক কেনা হয়েছে। মেয়র তাপস বলেন, 'আমরা দেখেছি, একসময় ঢাকা শহরে বর্জ্য উপচে পড়ে থাকত। রাস্তা, নর্দমা, হাঁটার পথে প্রায় শতভাগ বর্জ্য পড়ে থাকত। এ খাতে একটি অব্যবস্থাপনা ছিল। আমরা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছি। এখন প্রায় ৮০ শতাংশ বর্জ্য আমরা নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করে মাতুয়াইল ভাগাড়ে নিয়ে যেতে পারছি। এটি একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ।' তিনি আরো বলেন, 'এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য রাত থেকে ভোর পর্যন্ত আমাদের ব্যাপক যন্ত্রপাতি ও যানবাহন প্রয়োজন হয়। সকাল বেলা নগরবাসী তাদের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য যখন বের হয় তখন তারা যেন একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহর পায়, সেজন্য নিয়মিত আমরা এই কাজ পরিচালনা করে থাকি।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

গণতান্ত্রিক বিশ্ব এই নির্বাচনকে সমর্থন করছে না : মঈন খান

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেছেন, 'ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে। দেশের জনগণ এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে কোনো আস্থা পায় না। গণতান্ত্রিক বিশ্ব এই নির্বাচনকে সমর্থন করছে না।' আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ আয়োজিত প্রহসনের নির্বাচন বর্জন ও সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে জনসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ড. আবদুল মঈন খান সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, 'জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে কিছুদিন হয়তো ক্ষমতায় থাকা যাবে। তবে আজ হোক কাল হোক

আওয়ামী লীগ সরকারকে বিদায় নিতেই হবে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা এই সরকারের বিদায় করেই ঘরে ফিরব ইনশাআল্লাহ্।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

নির্বাচনি সহিংসতায় ৭২ ঘণ্টায় জনপ্রতিনিধিসহ গ্রেফতার ৫০

নির্বাচনি সহিংসতার অভিযোগে গত ৭২ ঘণ্টায় একজন উপজেলা চেয়ারম্যান ও জনপ্রতিনিধিসহ ৫০ জনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন। তিনি বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে দেশব্যাপী বেশকিছু সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। আমরা দেখেছি, বিভিন্ন প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণাকে কেন্দ্রে প্রার্থীদের অতি উৎসাহী সমর্থকদের কয়েকজন চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের নিয়ে সহিংসতার ঘটনা ঘটিয়েছে।' র‍্যাবের এ কর্মকর্তা আরো বলেন, 'গত ৭২ ঘণ্টায় বগুড়ার একজন উপজেলা চেয়ারম্যান ও জনপ্রতিনিধিসহ ৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। পাশাপাশি রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছে একাধিক লিখিত অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রিটার্নিং কর্মকর্তারা সেই তথ্য র‍্যাবকে দিয়েছেন। এ ধরনের কার্যক্রম যারা চালাচ্ছে তাদের অনেককে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

আপনাদের কাছে নৌকায় ভোট চাইতে হাজির হয়েছি : প্রধানমন্ত্রী

'আজকে আপনাদের কাছে নৌকা মার্কায় ভোট চাইতে হাজির হয়েছি। এই উন্নয়নকে টেকসই করা, আপনাদের জীবনমান উন্নত করা, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-স্মার্ট সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ চাই।' আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ভাষণ দেন তিনি। আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, 'উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য হ্রাস, ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারগুলোর ঘর-বাড়ি ও জীবন-জীবিকার স্থায়ী ব্যবস্থা করা, যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের আজকের শিশু এবং তরুণদের সুশিক্ষিত করা, স্বাস্থ্যসেবা আরো উন্নত করা, ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, প্রতি উপজেলায় কারিগরি ও কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের যে সুযোগ সৃষ্টি করেছি তা সম্পন্ন করা, দক্ষ জনশক্তি রফতানির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নতুন কর্মক্ষেত্র খুঁজে বের করা, গ্রামের মানুষের জন্য নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা, রাস্তাঘাট উন্নত করা, বিদ্যুৎ, সুপেয় পানি ও স্যানিটেশনের যে ব্যবস্থা নিয়েছি, তা টেকসই করে সব মানুষের জীবনমান উন্নত করাই আওয়ামী লীগ সরকারের লক্ষ্য। আপনাদের মূল্যবান ভোটে নির্বাচিত হয়ে আরেকবার সরকার গঠন করতে পারলে আমাদের গৃহীত কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করে আপনাদের জীবনমান আরো উন্নত করার সুযোগ পাব।'
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'নির্বাচন যেন না হয় সেজন্য এখনো ষড়যন্ত্র চলছে। বিএনপি নিজেরা নির্বাচনে যাবে না, অন্যদেরও ভোট দিতে দেবে না। তারা জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিতে চায়। সবাই শান্তিপূর্ণ থাকবেন। কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেবেন। প্রমাণ করবেন বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিদ্যমান।' আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ শহরের ইসদাইর এলাকার শামসুজ্জোহা ক্রীড়া কমপ্লেক্স মাঠে আওয়ামী লীগ আয়োজিত সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে এটিই আওয়ামী লীগের শেষ নির্বাচনী জনসভা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'মানুষ সামনের দিকে যায় আর বিএনপি থাকলে পেছনের দিকে যায়। আমরা ক্ষমতায় এসে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়েছিলাম। আর খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে আমাদের উৎপাদিত বিদ্যুৎ কমিয়ে আগের জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। তারা ক্ষমতায় এসে দুঃশাসন, দুর্নীতি করে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের হত্যা করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মতো মানুষের ওপর অত্যাচার করে।' সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মুজিববর্ষে আমার অঙ্গীকার ছিল কোনো মানুষ ভূমিহীন থাকবে না। আমরা ভূমিহীনদের ভূমি দিয়েছি। শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করেছি। মাতৃত্বকালীন ছুটি বাড়িয়েছি। এখন আর শিশুদের জন্য বই কিনতে হয় না। আমরা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিয়েছি। তবে আপনারা বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হবেন। অযথা বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন না।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

খেলা শুরু হয়ে গেছে, লাল কার্ড খেয়ে বিএনপি বিদায় নিয়েছে : সেতুমন্ত্রী

আগামী ৭ জানুয়ারি সবাইকে দলবেঁধে ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'খেলা শুরু হয়ে গেছে। খেলার মধ্যে বেশি ফাউল করে লাল কার্ড খেয়ে বিএনপি বিদায় নিয়েছে। ৭ তারিখ ফাইনাল কিন্তু ফাইনালে বিএনপি নেই।' আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জের শামসুজ্জোহা স্টেডিয়ামে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। দেশ-বিদেশে শত্রুতার কথা উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বাংলাদেশ প্রচণ্ড শত্রুতার মুখে। দেশে শত্রু, বিদেশেও শত্রু। শত্রুদের হাত থেকে গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখতে হবে। এবারের নির্বাচনে ভোট দিয়ে আপনাদের প্রমাণ করতে হবে বাংলার মাটিতে স্বাধীনতা বিরোধী, দুর্নীতিবাজ, জঙ্গিবাদ, লুটেরা বিএনপির কোনো স্থান নেই। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে হাওয়া ভবন আমরা আর চাই না। তারেক রহমানের মতো খুনি-দুর্নীতিবাজকে আমরা আর দেখতে চাই না।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

মানচিত্রের ওপর খুনি শকুন উড়ছে : শামীম ওসমান

নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও নৌকার প্রার্থী এ কে এম শামীম ওসমান বলেছেন, 'আমাদের মানচিত্রের ওপর খুনি শকুন উড়ছে। তাদের মাঠে পথ করে দিচ্ছে ১৯৭৫ সালের পরাজিত শক্তি ও সন্ত্রাসী দল বিএনপি।' আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের ইসদাইর এলাকার শামসুজ্জোহা ক্রীড়া কমপ্লেক্স মাঠে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শামীম ওসমান বলেন, 'অনেকে ভাবছেন এ নির্বাচন কতটা গুরুত্বপূর্ণ, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবারের নির্বাচন। আমাদের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নেত্রীর কাছে চাওয়ার কিছু নেই। মা সন্তানের আবদার এমনিতেই পূরণ করে দেয়। শেখ হাসিনা আপনাদের মাঝে তার মা-বাবা-ভাইদের খুঁজে পান।' বিএনপির আন্দোলন প্রসঙ্গে শামীম ওসমান বলেন, 'কয়েকদিন আগে মায়ের বুকে শুয়ে থাকা এক শিশুকে আগুন দিয়েছে। নেত্রীকে বলতে চাই, আপনি তাদের বিরুদ্ধে এবার কঠোর ব্যবস্থা নিন। আমাদের পুলিশ লাইনসের হাসপাতালে আগুন দেওয়া হয়। আমরা এ দৃশ্য ভবিষ্যতে আর দেখতে চাই না।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

এখন পর্যন্ত নির্বাচনের পরিবেশ ভালো আছে : জি এম কাদের

এখন পর্যন্ত নির্বাচনের পরিবেশ ভালো আছে, তবে ভোটাররা কেন্দ্রে আসবেন কি-না বা ভোট দিতে পারবেন কি-না আর ভোট দিলেও সঠিকভাবে গণনা করে ফলাফল সুষ্ঠু হবে কি-না তা নিয়ে সংশয় আছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও রংপুর-৩ আসনের প্রার্থী জি এম কাদের। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রংপুর মহানগরীর সেনপাড়ার স্কাই ভিউ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় জি এম কাদের বলেন, 'দেশের মানুষ নির্বাচন নিয়ে আস্থাহীনতায় আছে। আওয়ামী লীগ অন্যায়ভাবে সব দখল করে নেবে কি-না, এ নিয়ে ভোটাররা এখনো শঙ্কায়। নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে চলমান সংকট ঘনীভূত হবে। দেশে বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে।' জাপার চেয়ারম্যান আরো বলেন, 'নির্বাচনে জাপার কর্মী ও ভোটাররা টুকটাক বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। সব নির্বাচনে এরকম কিছু একটা হয়। এখনো বড় ধরনের কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। আমরা ধারণা করছি সব ঠিক হবে।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

ডেঙ্গুতে ১ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ৭৫

বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সঙ্গে এই সময়ে ভাইরাসটি আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরো ৭৫ জন। নতুন এসব শনাক্তদের মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২৭ জন আর ঢাকার বাইরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪৮ জন। আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট ৪৮৩ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন আছেন। ঢাকার সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে ২৪৪ জন এবং অন্যান্য বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ২৩৯ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছেন।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৪.০১.২০২৪ প্রতীক)

BBC

IRAN LEADER VOWS HARSH RESPONSE TO DEADLY BOMBINGS

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has vowed a harsh response to a bomb attack on crowds marking the anniversary of spymaster Qasem Soleimani's assassination by the US. The attack in Kerman in southern Iran killed 84 people and wounded many more. The death toll was revised down on Thursday morning by the head of Iran's emergency services from an earlier figure of 95. No group has yet claimed responsibility for the attack. President Ebrahim Raisi's political deputy, Mohammad Jamshidi, blamed Israel and the US. However, the US said it had no indication that Israel was invo-lved and dismissed any suggestion that Washington was involved. (BBC Web Page: 04/01/24, FARUK)

JAPAN PILOTS UNAWARE OF FIRE UNTIL CREW TOLD THEM

Pilots of a Japanese airliner that collided with a smaller plane at Tokyo Haneda Airport were initially unaware that their jet was on fire. It was a flight attendant who informed them of the cabin fire, a Japan Airlines spokes-person told the BBC. After that, the evacuation of all 379 on board Japan Airlines Flight 516 proceeded with life-saving precision. Five of six people on board the smaller coastguard plane, a Bombardier Dash-8, died.
(BBC Web Page: 04/01/24, FARUK)

HOUTHIS DEFIANT AFTER WARNING OVER RED SEA ATTACKS

The US, UK and ten other states have warned rebels in Yemen they will face consequences if they continue to att-ack commercial shipping in the Red Sea. In a joint statement, the group of mainly Western countries called for an immediate end to the attacks. However, the Houthis have responded with de-fiance, vowing to continue targeting vessels they consider linked to Israel. The situation in the strategically vital southern Red Sea is now at a stand-off.

The Bab al-Mandab strait is a critical waterway through which almost 15% of global trade passes, if attacks continue, the fear is that fuel prices will rise and supply chains will be damaged. (BBC Web Page: 04/01/24, FARUK)

UKRAINE AND RUSSIA in BIGGEST PRISONER SWAP SO FAR

Ukraine and Russia have exchanged hundreds of prisoners of war, in what is being described by officials in Kyiv as the biggest swap of the war. Ukraine said 230 prisoners, including serving members of the armed forces and border guard, had been freed from Russian captivity. In exchange, 248 Russians were released by Ukraine in the deal, mediated by the United Arab Emirates. It is the first major prisoner exchange since last August. In a state-ment, the Russian Ministry of Defence said negotiations had been difficult. (BBC Web Page: 04/01/24, FARUK)

NEW JERSEY IMAM SHOT AND KILLED OUTSIDE HIS MOSQUE

The imam of a mosque in Newark, New Jersey, was shot and killed early on Wednesday morning by an unknown attacker who remains at large. Autho-rities said in a news conference that they believe the killing of Imam Hassan Sharif was not motivated by domestic terrorism or bias. Mr Sharif was found with multiple gunshot wounds outside his mosque, Masjid-Muhammad-New-ark, before dawn. He was taken to hos-pital where he later succumbed to his injuries. (BBC Web Page: 04/01/24, FARUK)

ETHIOPIA CITES ERITREA CIVIL WAR IN DEFENCE OF PORT DEAL

Responding to criticism of its recent port deal with the self-declared republic of Somaliland, the Ethiopian govern-ment has cited a historical and legal mistake brought about by its brutal 30-year war with Eritrea. A civil war that lasted three decades fomented by in-ternal crisis and foreign conspiracies occurred, the Ethiopia's Government Communication Service posted on X (formerly Twitter). The statement was issued in reaction to criticism of a Memorandum of Under-standing (MoU) signed between Ethiopia and Somali-land on Monday, granting Addis Ababa access to the latter's ports.
(BBC Web Page: 04/01/24, FARUK)

RWANDA RECALLS KENYAN DRUG OVER SAFETY CONCERNS

Health authorities in Rwanda have recalled batches of antifungal tablets made in Kenya over safety concerns. In a statement, the Rwanda Food and Drugs Authority (RFDA) instructed importers to return all batches of 200mg Fluconazole tablets manufac-tured by Univeral Corporation, a Kenyan company. It also ordered all retailers and health facilities to stop the distri-bution of the drugs and return them to suppliers. According to RFDA, four bulk batches of pink Fluconazole 200mg tablets imported into the country had a white discoloration after a short shelf life. (BBC Web Page: 04/01/24, FARUK)

HUGE CRATER AT SITE OF DEADLY STRIKE IN SOUTHERN GAZA

16 people, including nine children, had been killed in a blast west of Khan Younis, according to the Hamas-run health ministry - and there's some more detail now. Health Officials in Gaza say the blasts were in al-Mawasi and were the result of Israeli airstrikes. The Israeli military hasn't commented on this specific incident. Al-Mawasi, an 8.5 sq km strip of land by the Mediterra-nean Sea, was designated safe by the Israeli military last month. Millions of Palesti-nians had been told to flee for safety to the area, which is smaller than London's Heathrow Airport. (BBC Web Page: 04/01/24, FARUK)

HEZBOLLAH SAYS FOUR MEMBERS KILLED IN AIR STRIKE

In Lebanon, the Iran-backed Hezbollah group has said four more of its mem-bers have been killed in what state media says was an Israeli air strike in the village of Naqoura. Hezbollah's Al-Manar TV station carried a tribute to the four - who they described martyrs and said included local official Hussein Yazbek - in a brief statement issued late last night. Lebanon's state-run National News Agency said Israeli aircraft had bombed a three-storey house, destroying it completely. The attack also injured nine civilians, it reported. The Times of Israel said the total number of Hezbollah members to have been killed since the war began in October now stands at more than 150. (BBC Web Page: 04/01/24, FARUK)

'WE ARE NOT AFRAID OF WAR' HEZBOLLAH WARNS ISRAEL

Hasan Nasrallah, the leader of Hezbo-llah, says the killing of Hamas's power-ful deputy leader will not go unpunish-ed. Saleh al-Arouri died in a drone att-ack in Beirut on Tuesday. Israel has not confirmed it was responsible. Mr Nasr-allah described Arouri's death as a major, dangerous crime about which we cannot be silent. He added that if Israel wages war on Lebanon "there will be no ceilings, no rules" to Hezbollah's response. "We are not afraid

of war," said Mr Nasrallah in a televised add-ress. He previously said that any kill-ings in Lebanon would be a red line. (BBC Web Page: 04/01/24, FARUK)

BLOW TO ARGENTINE LEADER'S PLAN FOR LABOUR REFORM

A court in Argentina has dealt a blow to the sweeping economic changes intro-duced by the newly elected president of Argentina, Javier Milei. The court sus-pended labour reforms the president had brought in by decree, after he took office last month. Trade unions had challenged the changes, arguing that they undermined basic protections for workers. Mr Milei is expected to appeal against the ruling, which temporarily freezes the labour reforms. Under the reforms, the pro-bation period for wor-kers would have increased from three to eight months, employees who were dismissed would have received less in compensation payments, and preg-nancy leave would have been shorte-ned.
(BBC Web Page: 04/01/24, FARUK)

:: The End ::